Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Baishakh 04, 1433 Bangla, April 17, 2026, Friday, No. 104, 56th year

H I G H L I G H T S

PM Tarique Rahman has urged all to give utmost importance to national unity and tolerance, rather than revenge, vendetta or unnecessary debate, to build a prosperous Bangladesh. [R. Today: 20]

Tarique Rahman has conferred the Independence Award-2026 on 15 distinguished persons & 5 institutions in recognition of their outstanding contributions to respective fields at the national level. [R. Today: 20]

In the past 24 hours, eight more children have died from measles and measles-like symptoms in country. [BBC: 03]

According to DGHS, 166 children have died of suspected measles in the past month as of Wednesday while the number of suspected measles patients during this period has exceeded 19,000. [BBC: 03]

Bangladesh Jamaat-e-Islami & NCP-led 11-party alliance have announced a fresh set of programs including rallies, processions, meetings & seminars to press for the implementation of the July Charter. [BBC: 03]

The Electricity situation across country has been deteriorating for past 3 to 4 days. The complaints of load shedding are highest in rural areas served by Palli Bidyut Samity. [BBC: 06]

Energy experts have said that electricity situation is deteriorating due to various reasons including the energy crisis. [BBC: 06]

The US military said that no ships had been able to passed through the US naval blockade of the Strait of Hormuz since it came into effect on Monday. [Jago FM: 12]

United Nations refugee Chief Barham Salih has called on international community to provide urgent support to Lebanon. More than a million people in Lebanon have been displaced by the conflict.[BBC: 11]

Director: 44813046	**Deputy News Controller: 44813048 44813179**	**Assistant News Controller: 44813047 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

বৈশাখ ০৪, বাংলা ১৪৩৩, এপ্রিল ১৭, ২০২৬, শুক্রবার, নং- ১০৪, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা বা অযথা বিতর্ক নয় বরং জাতীয় ঐক্য ও সহনশীলতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [রে. টুডে: ২০]

দেশের জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠানকে `স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬, পদক তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। [রে. টুডে: ২০]

হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও আট শিশুর মৃত্যু হয়েছে। [বিবিসি: ০৩]

স্বাস্থ্য বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সন্দেহজনক হাম রোগে বুধবার পর্যন্ত গত ১ মাসে ১৬৬টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং এ সময়ে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১৯ হাজারের বেশি। [বিবিসি: ০৩]

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবিতে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির ১১ দলীয় জোট গণমিছিল, সভা-সমাবেশ, সেমিনারসহ নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। [বিবিসি: ০৩]

গত ৩/৪ দিন থেকে সারা দেশে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন গ্রামীণ এলাকাগুলোতে লোডশেডিং সংক্রান্ত অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। [বিবিসি:০৬]

জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জ্বালানি সংকটসহ নানা কারণে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে।[বিবিসি: ০৬]

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, সোমবার থেকে হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ কার্যকর হওয়ার পর কোনো জাহাজই এই অবরোধ ভেঙে পার হতে পারেনি। [বিবিসি: ১২]

লেবাননের জন্য জরুরি সহায়তা ও ত্রাণ দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার প্রধান বারহাম সালিহ। সংঘাতের কারণে লেবাননের ১০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। [বিবিসি: ১১]

বিবিসি

জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে এখন পর্যন্ত তেলের দাম বাড়ানো হয়নি : প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বের সকল দেশে তেল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হলেও, জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে এখন পর্যন্ত দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে `স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬, পদক তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ বছর পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। জ্বালানি সংকটের মতো বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার আন্তরিক বলে জানান তিনি। ”বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা সবকিছু স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছি। বিশ্বের সকল দেশে তেল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হলেও, আমরা জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে এখন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তটি নেইনি। এই খাতে প্রতিদিন শত শত কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে হলেও, সরকার চেষ্টা করছে আন্তরিকভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে। জনগণের সুবিধা নিশ্চিত রাখতে সরকার সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে,„ বলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। অনুষ্ঠানের প্রথমেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মরণোত্তর পুরস্কারটি তার নাতনি জাইমা রহমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে `স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নারী শিক্ষাসহ দেশ গঠনে, সার্বিক অবদানের জন্য। খালেদা জিয়াসহ মরণোত্তর এই সম্মাননা পেয়েছেন সাতজন। এরা হলেন- মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল, সাহিত্যে ড. আশরাফ সিদ্দিকী, সমাজ সেবায় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও মাহেরীন চৌধুরী, সংস্কৃতিতে বশির আহমেদ এবং জনপ্রশাসনে কাজী ফজলুর রহমান। এ বছর যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কারে মনোনীত করা হয়েছে তা হলো- মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চিকিৎসা বিদ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পল্লী উন্নয়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), জনসেবায় এসওএস শিশু পল্লী ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

গণমিছিল-সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করল জামায়াত ও এনসিপির ১১ দলীয় জোট

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবিতে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির ১১ দলীয় জোট গণমিছিল, সভা-সমাবেশ, সেমিনারসহ নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এক সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি ঘোষণা করেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। এই সংবাদ সম্মেলনের আগে ১১ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে এক বৈঠকে এসব কর্মসূচির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। মি. পরওয়ার জানান, ”আগামী ১৮ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ জেলা সদরে লিফলেট বিতরণ এবং সেমিনারের আয়োজন চলবে। এই কর্মসূচির পর বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে ১১ দলীয় জোটের উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।„ তিনি জানান, ১৮ এপ্রিল ঢাকায় গণমিছিল করবেন তারা। পরদিন থেকে ২ মে পর্যন্ত ১২টি সিটি করপোরেশন ও বিভাগীয় শহরগুলোতে সমাবেশ, সেমিনার ও প্রচারপত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ”আমরা বেদনার সাথে দেখতে পাচ্ছি, গণভোটের গণরায় কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বর্তমান সরকার বাস্তবায়ন করছে না, বরং তার থেকে সোজা ইউটার্ন করে নানা অজুহাত তুলে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছে।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

হাম ও উপসর্গ নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় আটজনের মৃত্যু

বাংলাদেশে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে দুইজন এবং হাম সন্দেহে বা হামের উপসর্গ নিয়ে ছয়জন মারা গেছে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে জানানো হয়, ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩৪ জন। আর ওই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে ১৭২ জন মারা গেছেন। ১৫ এপ্রিল সকাল ৮টা থেকে ১৬ এপ্রিল সকাল ৮টা পর্যন্ত এই ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ছিল এক হাজার ১৯১ জন। আর ওই সময়ের মধ্যে নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ৯২ জন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

প্রায় নির্মূল হওয়া হাম আবার দেশে দেশে ফিরছে কেন

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সন্দেহজনক হাম রোগে বুধবার পর্যন্ত গত এক মাসে ১৬৬টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং এ সময়ে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১৯ হাজারের বেশি। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, হাম পরিস্থিতি বাংলাদেশে এখন অনেকটা প্রাদুর্ভাবের রূপ ধারণ করেছে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় আইসোলেশন ওয়ার্ড ও আইসিইউ সুবিধা প্রস্তুত করার কথা জানিয়েছে সরকার। যদিও দেখা যাচ্ছে, হাম শুধু বাংলাদেশই না, বরং যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার মতো উন্নত দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যেই সতর্ক করে বলেছে, টিকাদানের হার কমে যাওয়ায় বিশ্বের কিছু অঞ্চলে আবার

হাম রোগের পুনরুত্থান দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসা বিষয়ক জার্নাল দ্য ল্যানসেট-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক হাম প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে টিকার ঘাটতির কারণে হাম প্রাদুর্ভাব পরিস্থিতি তৈরি হলেও উন্নত বিশ্ব কিংবা বিশ্বজুড়ে নানা দেশে হামে আক্রান্ত হওয়ার পরিমাণ বাড়ছে কেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোভিড মহামারির সময়ে সারা বিশ্বেই শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির ব্যাঘাতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে টিকাবিরোধী প্রচারণাও বেড়েছে, যা হাম সংক্রমণ ফিরে আসার পথ তৈরি করেছে। বাংলাদেশেও হাম ফিরে আসার জন্য ঠিকমতো টিকা দিতে না পারাকেই দায়ী করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল।

তিনি বলেছেন, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে হাম-রুবেলার বিশেষ টিকাদান কর্মসূচির পর আবার চার বছর পরপর একই কর্মসূচি হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। ফলে বহু শিশু পরবর্তীতে টিকার বাইরে থেকে গেছে এবং টিকা সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে বর্তমান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় গত ৫ এপ্রিল থেকে হামের বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে, যেখানে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের টিকা দেওয়া হচ্ছে।

বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও হাম

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও-এর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী টিকাদানের ঘাটতির কারণে ২০২৩ সালে ৫৭টি দেশে বড়ো বা গুরুতর হাম প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। এটি আগের বছরে ৩৬টি দেশের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রমের আওতাধীন আফ্রিকান, পূর্ব ভূ-মধ্যসাগরীয়, ইউরোপীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আক্রান্তের সংখ্যায় ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা গেছে। এই প্রাদুর্ভাবের প্রায় অর্ধেকই দেখা গেছে আফ্রিকা অঞ্চলে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোভিড মহামারির সময়ে বিশ্বজুড়ে সার্বিক টিকাদান কর্মসূচিতে যে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটেছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ হলো হামের মহামারি কিংবা মহামারির মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়া। এছাড়া টিকার কার্যকারিতা হ্রাস কিংবা ভাইরাসের নতুন ধরন তৈরি হয়েছে কি-না, সেই প্রশ্নও উঠছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু দেশে টিকাবিরোধী প্রচারণাও হামকে প্রবল বেগে ফিরে আসার সুযোগ করে দিয়েছে কি-না, সেই আলোচনাও আছে। দ্য ল্যানসেট গত মাসেই 'গ্লোবাল রিসার্জেন্স ইন মিজলস' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, হাম রোগের সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা ২০০০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কমলেও, সাম্প্রতিক বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাব এই রোগ নির্মূলের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতিকে পিছিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত বছর ২৮ নভেম্বর যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল, যেখানে বলা হয়েছিল, ২০০০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে হাম রোগীর আনুমানিক সংখ্যা ৭১ শতাংশ কমে ৩৮ মিলিয়ন (তিন কোটি ৮০ লাখ) থেকে ১১ মিলিয়নে (এক কোটি ১০ লাখ) নেমে এসেছে। একই সময়ে, হামজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ৮৮ শতাংশ কমে সাত লাখ ৭৭ হাজার থেকে ৯৫ হাজারে দাঁড়ায়। ল্যানসেট বলছে, এই অগ্রগতি মূলত দুই ডোজের হাম টিকাদানের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথম ডোজের টিকার বৈশ্বিক কভারেজ ২০০০ সালের ৭১ শতাংশ থেকে ২০২৪ সালে ৮৪ শতাংশে উন্নীত হয়। পাশাপাশি টিকার দ্বিতীয় ডোজের কভারেজ ওই একই সময়ে ১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৬ শতাংশে পৌঁছায়।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সিডিসি বলছে, ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হাম নির্মূল ঘোষণা করা হলেও, টিকা না নেওয়া আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের কারণে দেশটিতে এখনো হাম রোগের সংক্রমণ ও প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। ২০১৯ সালে, নিউইয়র্কে বড়ো একটি প্রাদুর্ভাবসহ মোট প্রায় ১৩০০ হাম রোগের ঘটনা এবং আরও ৩০টি অঙ্গরাজ্যে সংক্রমণ দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় তার 'হাম নির্মূল' মর্যাদা হারাতে বসেছিল। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে হাম সংক্রমণ দেখা দিয়েছে- এমন দশটি দেশের একটি তালিকা প্রকাশ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেখানে শীর্ষে ছিল ভারত। ২০২৫ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এ তালিকা করার কথা জানায় সংস্থাটি। এতে ওই ছয় মাসে ভারতে ১২ হাজার ১৩৫, অ্যাঙ্গোলায় ১১ হাজার ৯৪১, ইন্দোনেশিয়ায় আট হাজার ৮৯২, ইয়েমেনে আট হাজার ৫০৭, পাকিস্তানে সাত হাজার ৫২৭, ক্যামেরুনে পাঁচ হাজার ৮৮, মেক্সিকোতে চার হাজার ৬৩৬, সুদানে চার হাজার ৭১, কাজাখস্তানে তিন হাজার ৮২৬টি হামের ঘটনার কথা বলা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১১ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট (এনএফপি) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-কে দেশটিতে হাম প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে অবহিত করে। ২০২৫ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মোট ১৭টি অঙ্গরাজ্যে ৩৭৮টি হাম রোগের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। এছাড়া, দুটি মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রাদুর্ভাবের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আবার টিকার কার্যকারিতা কমে গেছে এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি।

সারা বিশ্বেই কেন বাড়ছে

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোভিড মহামারির সময়ের সার্বিক টিকাদান কর্মসূচিতে বড়ো ধরনের ব্যাঘাত ঘটায় পরপর তিন বছর শিশুদের অনেকেই যথাসময়ে টিকা পায়নি। সাধারণত টিকাদান কর্মসূচিতে একটি শিশুকে ৯ মাস ও ১৫ মাস

বয়সে হাম রুবেলার টিকা দেওয়া হয়। যদিও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে আর কম বয়সি শিশুদের হামে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য এসেছে। বাংলাদেশ সরকার এখন ছয় মাস বয়স থেকেই শিশুদের হামের টিকা দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শাহরিয়ার সাজ্জাদ বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাসহ সারা দুনিয়াতেই হামের যে প্রাদুর্ভাব বেড়েছে, তার কারণ বের করার জন্য চেষ্টা চলছে। ”যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি এখন চূড়ান্তভাবে জানায়নি। ভাইরাসের নতুন কোনো ভ্যারিয়েন্ট এসেছে কি-না, তা নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। তবে এটাও ঠিক, টিকাবিরোধী প্রচারণা বিভিন্ন দেশে সক্রিয়। তবে ধারণা করা হচ্ছে, কোভিড মহামারিই হামের এভাবে ফিরে আসার ক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা রাখছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন বলছেন যে, একদিকে কোভিডের সময় তৈরি হওয়া ঘাটতি পূরণ করা যায়নি এবং একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক বিভিন্ন সংস্থায় অর্থায়ন বন্ধ করায় অনেক দেশে টিকা কার্যক্রমে প্রভাব পড়েছে। ”সারা বিশ্বেই কোভিডের সময় যাদের হামের জন্য নির্ধারিত ৯ ও ১৫ মাসে টিকা দেওয়া যায়নি, তাদের ঘাটতি তো আর পূরণ হয়নি। আবার বাংলাদেশের মতো অনেক দেশে ঠিকমতো ভিটামিন `এ, ক্যাম্পেইনও হয়নি। পাশাপাশি টিকার কার্যকারিতা, ভ্যারিয়েন্টে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি-না, তাও আলোচনায় আছে। তবে এখনো টিকা ফাঁকি দিতে সক্ষম, এমন নতুন ভ্যারিয়েন্ট এসেছে কি-না, তার প্রমাণ মেলেনি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। মি. হোসেন বলেন, ”বাংলাদেশে হামে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। ইউরোপ-আমেরিকায় কম। আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিই তো টিকার বিরুদ্ধে। তবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলোতে সমস্যা বেশি হচ্ছে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

কুষ্টিয়ায় ’পীর’ হত্যার ঘটনায় নেই কোনো গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নিজেকে পীর হিসেবে পরিচয় দেওয়া আব্দুর রহমান ওরফে শামীমকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের হওয়ার দুইদিন পেরিয়ে গেলেও, এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। মামলা দায়ের হওয়ার পরও একজন আসামিকে প্রকাশ্যে দেখা যাওয়ার কথা জানিয়েছেন স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা, যদিও পুলিশ বলছে, আসামিদের পাওয়া যাচ্ছে না বলে কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এর আগে, গত শনিবার কুষ্টিয়ার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড় এলাকায় 'শামীম বাবার দরবার শরিফ' এ হামলা চালিয়ে আব্দুর রহমানকে হত্যা করা হয়, যিনি নিজেকে ওই দরগার প্রধান পীর বলে পরিচয় দিতেন। ঘটনার পর আব্দুর রহমানের পরিবারের পক্ষ থেকে তার বড়ো ভাই মো. ফজলুর রহমান বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিলেন, তারা কোনো মামলা করতে চাচ্ছেন না। তবে, ঘটনার তিনদিন পর মঙ্গলবার ফজলুর রহমান নিজে বাদী হয়ে চারজন আসামির নাম উল্লেখ করাসহ ১৮০ থেকে ২০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। আসামিদের মধ্যে দুইজনের জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিশের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এদিকে, আসামিদের ”কাউকে খুঁজে না পাওয়ায়„ গ্রেফতার করা যায়নি বলে জানিয়েছেন দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান। যদিও বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১১টার দিকেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সক্রিয় ছিলেন মামলার এক নম্বর আসামি মুহাম্মদ খাজা আহমেদ। তিনি জেলা ছাত্র-শিবিরের সাবেক সভাপতি এবং বর্তমানে স্থানীয় জামায়াতের সাথে যুক্ত। নিজেকে নির্দোষ দাবি করে ঘটনার দিন থেকেই খাজা আহমেদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একের পর এক পোস্ট করতে দেখা গেছে। অন্যদিকে, স্থানীয় একাধিক সূত্রের দাবি, মামলার পরদিনও দুই নম্বর আসামি আসাদুজ্জামানকে স্থানীয় একটি মসজিদে ইমামতি করতে দেখা গেছে। তিনি দৌলতপুর উপজেলা বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পদে আছেন। এদিকে, হত্যাকাণ্ডে তাদের কারও সম্পৃক্ততা নেই বলে দাবি করেছে উপজেলা জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিশ।

মামলার এজাহারে যা আছে

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, এক নম্বর আসামি খাজা আহমেদের নির্দেশে অন্যান্য আসামিরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দরবারে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালায়। তিন নম্বর আসামিসহ অন্যরা দোতলায় উঠে আব্দুর রহমানসহ দুইজনের ওপর হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এতে আরো বলা হয়েছে, আসামিরা দরবারে ভাঙচুর ও আগুন দিয়ে ২০ লাখ টাকার ক্ষতি করে। এছাড়া, দরবারের ভেতরে থাকা নগদ পাঁচ লাখ টাকা ও আট লাখ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের আনুমানিক চার ভরি স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায় অজ্ঞাতনামা আসামিরা। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে থানায় গিয়ে মামলা করতে দেরি হয়েছে বলেও এজাহারে উল্লেখ করেছেন বাদী।

জামায়াতে ইসলাম ও বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিশের বিবৃতি

এদিকে, আব্দুর রহমান হত্যার ঘটনায় মামলা করার পর সংবাদ সম্মেলন করে ও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দলের নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে জামায়াতে ইসলাম ও বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিশ। বুধবার বিকেল ৫টার দিকে কুষ্টিয়া জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দৌলতপুর উপজেলা জামায়াতের আমির বেলাল উদ্দিন। ওই ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বা এর কোনো নেতা-কর্মীর ন্যূনতম সম্পৃক্ততা নেই উল্লেখ করে

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠ করেন তিনি। এতে বলা হয়, "সম্প্রতি ফিলিপনগরে সংঘটিত মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রার্থী ও সাবেক জেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মদ খাজা আহমেদকে প্রধান আসামি হিসেবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি দলের আরও কয়েকজন দায়িত্বশীল নেতাকেও এ ঘটনায় সম্পৃক্ত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।„ এমন অভিযোগকে দলের পক্ষ থেকে "সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ„ দাবি করা হয়। এমনকি হামলার দিন "ঘটনাস্থলে স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি ছিল, যা এ ঘটনাকে ঘিরে জনমনে গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে„ বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে মামলার দুই নম্বর আসামি আসাদুজ্জামানের সমর্থনে মঙ্গলবারই একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয় বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিশের দৌলতপুর উপজেলা শাখা। এতে আব্দুর রহমান হত্যাকাণ্ডে আসাদুজ্জামানকে "পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা আসামি„ করায় দলটির পক্ষ থেকে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, "আমরা যতটুকু জানি, ফিলিপনগরের ঘটনা কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ নয়।„ "স্থানীয়ভাবে আকস্মিকভাবে„ ঘটা এই ঘটনায় "পরিকল্পিতভাবে আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে„ বলেও দাবি করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে। স্থানীয় একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, ঘটনার দিনের ভিডিও ফুটেজে আসাদুজ্জামানকে দরবারের দোতলা থেকে হাতে কিছু একটা নিয়ে নেমে আসতে দেখা গেছে। তবে, এ বিষয়ে জানতে একাধিকবার আসাদুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

বাদী ও পুলিশ যা বলছে

আব্দুর রহমান হত্যার ঘটনায় তিন দিনেও কাউকে গ্রেফতার কেন করা যায়নি, এমন প্রশ্নের জবাবে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আসামিদের খুঁজে পাচ্ছি না, চেষ্টা করতেছি। অভিযান অব্যাহত আছে আমাদের।„ মামলার পরদিনও আসামিদের একজনকে প্রকাশ্যে দেখা যাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, "না, এলাকায় নাই, পাচ্ছি না।„ এ নিয়ে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, এই ঘটনার সাথে অনেক মানুষের সংশ্লিষ্টতা থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে 'আইডেন্টিফিকেশন' বা শনাক্তকরণের কাজ চলছে। "ওই বাসায় তো নিজস্ব কোনো সিসি ক্যামেরা ছিল না। সো পাবলিক যে ভিডিওগুলো ছড়িয়েছে, সেগুলো কালেকশন (সংগ্রহ) করতে হচ্ছে। ওখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি,„ বলেন তিনি। এছাড়া এক নম্বর আসামির ফেসবুকে সক্রিয় থাকার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মি. জসীম উদ্দিন বলেন, "আমাদের তো অনেক লোক বিদেশে থেকেও ফেসবুকে অ্যাক্টিভ। এখন সে কোথা থেকে অ্যাক্টিভ হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি।„ অন্যদিকে মামলার বাদী ফজলুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'শোকাহত' হওয়ায় এ বিষয়ে কিছু বলতে পারছেন না এখন। তবে, প্রথমে মামলা করবেন না বললেও পরবর্তী সময়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন মি. রহমান। এছাড়া আসামিদের গ্রেফতার না করার বিষয়েও কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পীর পরিচয় দেওয়া আব্দুর রহমানের তিন বছর আগের একটি ভিডিও'র কাটছাঁট অংশ ছড়িয়ে দেওয়া হয় সামাজিক মাধ্যমে। তারই সূত্র ধরে কোরআন অবমাননার অভিযোগ এনে শনিবার দুপুরের দিকে স্থানীয় একদল লোক একত্রিত হয়ে 'শামীম বাবার দরবার শরিফ' এ হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালায়। পরে আহত অবস্থায় তিনজনকে দৌলতপুরের থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার দায়িত্বরত চিকিৎসক বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিলেন, আহত অবস্থায় তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মি. রহমান মারা যান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনার ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, হাতে লাঠিসোঁটা নিয়ে কয়েকশ লোক ওই দরবারে প্রথমে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। পরে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর আগে, নিহত আব্দুর রহমান ২০২১ সালে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতসহ বিভিন্ন অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় তিন মাস কারাগারে ছিলেন বলেও জানিয়েছে পুলিশ। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

'যেদিন কম সেদিন সাত ঘণ্টা, কোনোদিন আবার ১০ ঘণ্টারও বেশি হয় লোডশেডিং'

"রাত থেকে ভোর পর্যন্ত চার থেকে পাঁচবার বিদ্যুৎ যায়। দিনে রাতে অর্ধেকের বেশি সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না। একদিকে গরম যেমন বাড়তেছে, সেই সাথে লোডশেডিংও। যেদিন কম, সেদিনও সাত ঘণ্টা, কোনোদিন আবার ১০ ঘণ্টারও বেশি হয় লোডশেডিং।„ মেহেরপুরের আমঝুপির বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে বিবিসি বাংলার কাছে এই অভিজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন সেখানকার ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান লিটন। ঢাকার বাইরে কয়েকটি জেলার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, গত তিন-চারদিন থেকে সারা দেশে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। দিন ও রাতের বড়ো একটা সময় বিদ্যুৎ থাকছে না। বিশেষ করে, দেশের বিভিন্ন জেলার পৌর এলাকার বাইরে যে-সব এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে, সে সব জায়গায় লোডশেডিংয়ের অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির

কর্মকর্তারাও অবশ্য সেটি মানছেন। তারা বলছেন, কোথাও লোডশেডিংয়ের পরিমাণ ৩০ শতাংশ থেকে ৪৬ শতাংশ পর্যন্তও বাড়ছে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই তিন মাস দেশে গরম যেমন বাড়ে, তেমনি বিদ্যুতের চাহিদাও বাড়ে। তবে এবার জ্বালানি সংকটসহ নানা কারণে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। ইরান যুদ্ধের কারণে জ্বালানির সংকট তৈরি হওয়ার পর বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয় রোধে অফিসের সময় কমানো, শপিংমল দ্রুত বন্ধ করাসহ নানা প্রচেষ্টা শুরু করেছে সরকার। কিন্তু লোডশেডিং পরিস্থিতির কারণে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, সেসব ব্যবস্থা কতটা কাজে লাগছে। যদিও এই সংকট কাটাতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। সংস্থাটি বলছে, জ্বালানি সংকটের পাশাপাশি কয়লাভিত্তিক কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উৎপাদন কিছুটা কমছে। সেটি রক্ষণাবেক্ষণ করে দ্রুত পুরোদমে উৎপাদন শুরুর চেষ্টা করছে সরকার।

শহরের বাইরে বেশি লোডশেডিং

এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার কারণে গরম ছিল তুলনামূলক কম। গত রোববারের পর থেকে আস্তে আস্তে গরম বাড়তে শুরু করেছে সারা দেশে। বিবিসি বাংলার পক্ষ থেকে মেহেরপুরের আসাদুজ্জামান লিটনের সাথে যখন কথা হয়, তখন সেখানকার পরিস্থিতি তিনি বর্ণনা করেন। মি. লিটন বলছিলেন, "আজ (বুধবার) সকাল ৯টায় কারেন্ট গিয়ে ১০টায় আসছে, ১১টায় আবার গিয়ে ১২টায় আসছে। পরে ১টার দিকে আবার কারেন্ট গিয়ে সেই কারেন্ট এসেছে বিকাল ৩টায়। এরপর ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ছিল। সাড়ে ৪টায় গিয়ে সাড়ে ৫টায় আবার কারেন্ট আসছে।„ মি. লিটন জানান, তিনি যে এলাকায় থাকেন, সেটি শহর বা পৌরসভার বাইরে। পৌরসভার বাইরের বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। আর শহরের বাইরেই এই লোডশেডিং সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। "গতকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত চারবার লোডশেডিং হয়েছে। প্রত্যেকবারই এক থেকে দুই ঘণ্টা করে লোডশেডিং হয়। প্রচণ্ড গরম, ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি তাপমাত্রা। কারেন্ট গেলে বাসার বাইরে বের হতে হয়। হাতপাখা দিয়ে বাতাস করা ছাড়া আর উপায় নাই,„ বলছিলেন মি. লিটন। পৌর এলাকার বাইরে লোডশেডিং পরিস্থিতি বেশি খারাপ হলেও শহরের মধ্যে তুলনামূলক লোডশেডিং কম বলে জানান মেহেরপুর শহর এলাকার বাসিন্দা রাশেদুজ্জামান। বিবিসি বাংলাকে তিনি জানান, তাদের পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ দুই থেকে তিনবার বিদ্যুৎ যায়, যেটি গ্রামের তুলনায় অনেক কম। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মেহেরপুর জোনের জেনারেল ম্যানেজার স্বদেশ কুমার ঘোষও এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। মি. ঘোষ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের টোটাল যে ডিমান্ড আছে, তার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ লোডশেডিং হচ্ছে। আমরাও বিদ্যুৎ কম পাচ্ছি, সেজন্য লোডশেডিং হচ্ছে।„ তার হিসাব অনুযায়ীই, গত দুইদিনে গড়ে ছয় থেকে আট ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ থাকছে না পৌর এলাকার বাইরে।

লালমনিরহাট থেকে ফারাহ ফিবা নামে একজন গৃহিণী জানান, তিনি যে এলাকায় থাকেন, সেটি পৌরসভার মধ্যে। পৌর এলাকায় থাকায় দিনে দুই-তিনবার, কিংবা কখনও তারও কম লোডশেডিং হচ্ছে। তবে শহরের বাইরে তার পরিচিত যারা আছেন, তাদের অভিযোগ, লোডশেডিং বাড়ছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকার হেমসেন লেন এলাকার একজন বাসিন্দা জানান, গত কয়েকদিন ধরেই বারবার বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল নাগাদ অন্তত চারবার লোডশেডিং হয়েছে। ময়মনসিংহের স্থানীয় সাংবাদিক আতাউর রহমান জুয়েল জানান, সম্প্রতি বিভাগের সব জেলাতেই লোডশেডিং বেড়েছে বলে অভিযোগ আসছে। বিভাগের ছয় জেলায় দিনে গড়ে ১০৭৫ হাজার মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে ৩২৫ মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুতের ঘাটতি হচ্ছে বলে পিডিবি সূত্রের বরাত দিয়ে জানান তিনি।

পরিস্থিতি আসলে কেমন?

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ বা পিজিসিবি এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বা পিডিবি'র গত কয়েক দিনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, পিক আওয়ারে (সর্বোচ্চ চাহিদার সময়) সারা দেশে লোডশেডিং এক হাজার ৮০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পিডিবির গত কয়েক দিনের তথ্য বলছে, এই মাসের প্রথমার্ধে দেশে দিনে ও রাতে গড়ে ১২ থেকে ১৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সর্বোচ্চ চাহিদার সময় সারা দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে ১৪ হাজার ৮০ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল ১৪ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট। সেই হিসেবে এই সময়ে লোডশেডিংয়ের পরিমাণ ছিল ৬৮৮ মেগাওয়াট। পরদিন অর্থাৎ বুধবার বিকাল ৩টায় সারা দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৪ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ১২ হাজার ৬৭০ মেগাওয়াট। পিজিসিবির তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে সারা দেশে লোডশেডিংয়ের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৮৪৩ মেগাওয়াট। গত কয়েক সপ্তাহের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বুধবারের এই লোডশেডিংয়ের পরিমাণ চলতি মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য মো. জহুরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "গত কয়েকদিনে বিদ্যুতের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হচ্ছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কিছু মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। তা ছাড়া জ্বালানি সংকটও রয়েছে। যে কারণে চাহিদা থাকলে সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না।„

পিজিসিবি'র ওয়েব সাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে সারা দেশের লোডশেডিংয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় শূন্যের কোটায়। সেটা গরম বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে শুরু করেছে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ অর্থাৎ আট এপ্রিলের পর থেকে সেটি আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করে। প্রথম সপ্তাহে খুব সামান্য লোডশেডিং থাকলেও দ্বিতীয় সপ্তাহে সেটি বেড়ে গড়ে ৭০০-৯০০ মেগাওয়াটে পৌঁছায়। আর ১৫ই এপ্রিল থেকে সেটি বেড়ে ১৮০০ মেগাওয়াটেরও বেশি বেড়েছে।

এবার আশঙ্কা আরও বেশি

পিডিবি ও পিজিসিবির তথ্য অনুযায়ী, দেশের বর্তমানে ১৩৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্র (আমদানিসহ) রয়েছে। এগুলোর সর্বমোট স্থাপিত সক্ষমতা ২৮ হাজার ৯১৯ মেগাওয়াট। পিডিবির ওয়েবসাইট বলছে, এর বিপরীতে প্রতিদিন দিন গড়ে ১২ থেকে ১৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাকি অর্ধেকের বেশি সক্ষমতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না মূলত জ্বালানি সংকটের কারণে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিগত সময়ের বকেয়া পরিশোধ, জ্বালানি তেলের সংকটসহ নানা কারণে এবার গরমে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি বেশ খারাপের দিকে যেতে পারে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ম. তামিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ফার্নেস অয়েল প্রয়োজন। সেটির একটি সংকট আছে। এছাড়াও গ্যাসসহ জ্বালানি সংকট রয়েছে, যার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।„ গত এক মাসের তথ্যে দেখা গেছে, দিনের বেলার তুলনায় সন্ধ্যা বা রাতের পিক আওয়ারে বিদ্যুতের চাহিদা বেশি। যে কারণে দিনের তুলনায় রাতে লোডশেডিংয়ের পরিমাণও বেশি। সর্বশেষ তথ্যে দেখা গেছে, ১৫ এপ্রিল বিকেল ৩টায় দেশের বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৩ হাজার ১১২ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য মো. জহুরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যুদ্ধের কারণে কয়লা ও তেলের সাপ্লাই চেইনে সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে কয়লার জন্য আমাদের দুইটা মেশিন আন্ডার লোডে চলতেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেটি আর থাকবে না।„ তিনি বলছিলেন, অন্যদিকে গ্যাস সংকটের কারণেও উৎপাদন কমছে। সেটি আরেকটু বাড়ানো গেলে লোডশেডিং আরো কমানো যেতো। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ম. তামিমের আশঙ্কা, এবার যদি গরম বাড়ে, তাহলে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি অনেক বেশি খারাপের দিকে যেতে পারে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

সমকামী, নাস্তিকতা, অসুস্থতার অভিনয়; ব্রিটেনে আশ্রয় আবেদনের প্রতারণা চক্রে আছে বাংলাদেশিও

ভুয়া নিউজ ওয়েবসাইট তৈরি, রাজপথে সাজানো রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং শারীরিক অসুস্থতার ভান- যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনকারী এবং তাদের আইনি পরামর্শকরা এমন নানা প্রতারণার কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এটি এখন একটি পূর্ণাঙ্গ 'প্রতারণা শিল্পে' পরিণত হয়েছে। যেখানে অভিবাসন প্রত্যাশীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে শেখানো হচ্ছে, কীভাবে সমকামী সেজে আশ্রয়ের আবেদন করা যায়। এই চক্রের জালিয়াতির তালিকায় আরও রয়েছে- টাকার বিনিময়ে নাস্তিকদের ম্যাগাজিনে নিবন্ধ লেখানো এবং অর্থের বিনিময়ে কাউকে সমকামী সঙ্গী হিসেবে অভিনয় করতে ভাড়া করা, যা অভিবাসন জালিয়াতি নিয়ে বিবিসি নিউজের গোপন অনুসন্ধানের প্রথম পর্বে ফাঁস হয়েছিল। সম্প্রতি লন্ডনের ব্যস্ততম মাইল অ্যান্ড রোডের একটি অফিসে ছদ্মবেশে বিবিসির একজন সাংবাদিকের চালানো অনুসন্ধানে এই চক্রের কার্যক্রম হাতেনাতে ধরা পড়ে। এপ্রিলের শুরুর দিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই সাংবাদিক এ ধরনের একটি নির্দেশনামূলক কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে একজন বাংলাদেশি ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন, যিনি মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখন দেশটিতে থাকার বৈধ পথ হিসেবে রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজছেন। সেখানে জাহিদ হাসান আখন্দ নামে এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে ব্যারিস্টার হিসেবে পরিচয় দেন, ওই সাংবাদিককে যুক্তরাজ্যের হোম অফিসকে ফাঁকি দেওয়ার বিভিন্ন কৌশল বুঝিয়ে দেন। তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে ভুয়া নথিপত্র তৈরি করে ব্রিটিশ সরকারকে বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক আশ্রয়ের পথ সুগম করা সম্ভব।

সমকামী, নাস্তিক অথবা রাজনৈতিক কর্মী

আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য জালিয়াতির তিনটি প্রধান পথ বাতলে দিয়েছেন অভিযুক্ত আইনি পরামর্শক জাহিদ হাসান আখন্দ। তার মতে, ব্রিটেনে স্থায়ী হওয়ার জন্য একজন আবেদনকারী নিজেকে যৌন সমকামিতা, ধর্মীয় বিশ্বাস (নাস্তিকতা) অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নির্যাতিত হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন। মি. আখন্দ জানান যে, আইনি দিকগুলো তিনি নিজেই সামলাবেন। তবে আবেদনকারীকেই বেছে নিতে হবে যে, তিনি সমকামী, নাস্তিক নাকি রাজনৈতিক- কোন ছদ্মবেশটি ধারণ করতে চান। এই জালিয়াতির আইনি সহায়তার জন্য দেড় হাজার পাউন্ড ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ফি-এর বিনিময়ে আবেদনপত্র তৈরি, সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি এবং বারবার মক ইন্টারভিউ নেওয়ার কাজ করবেন মি. আখন্দ। কিন্তু যুক্তরাজ্যের হোম অফিসকে বিশ্বাস করানোর জন্য কেবল আবেদনই যথেষ্ট নয়, এর জন্য প্রয়োজন আরও শক্ত প্রমাণ। ছদ্মবেশী এই সাংবাদিককে মি. আখন্দ জানান, যদি নিজে নিজে প্রমাণ জোগাড় করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি এমন কিছু ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন, যারা টাকার বিনিময়ে এসব নথিপত্র তৈরি করে দেয়। যার জন্য আরও দুই হাজার থেকে তিন হাজার পাউন্ড খরচ হবে। এছাড়া, আবেদনকারী যদি

নাস্তিক হিসেবে আশ্রয় চান, তবে কৌশল হিসেবে তাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলামের নবীকে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মি. আখন্দের ভাষায়, "ধর্মীয় আলেমরা যখন আপনাকে হত্যার হুমকি দিয়ে মন্তব্য করা শুরু করবে, তখনই আপনার (নির্যাতনের) প্রমাণ তৈরি হয়ে যাবে।„ প্রমাণ আরও জোরালো করতে বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের কিছু নাস্তিক সংগঠনের ব্লগে অর্থের বিনিময়ে লেখালেখি করার পরামর্শ দেন মি. আখন্দ। এক্ষেত্রে নিবন্ধ লেখার জন্য 'চ্যাটজিপিটির, মতো এআই টুল ব্যবহারের বুদ্ধিও দেন তিনি। এছাড়া বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে, মুসলিম ধর্ম ইতোমধ্যে ত্যাগ করেছেন, এমন ব্যক্তিদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, "এখন আর শুধু পোস্টের যুগ নেই, এখন লাইভ ভিডিওর যুগ।„

যুক্তরাজ্যের হোম অফিসকে বলার জন্য একটি সাজানো গল্পও ছদ্মবেশী এই সাংবাদিককে শিখিয়ে দেন আইনি পরামর্শক। আবেদনকারীকে বলতে বলা হয় যে, তিনি বাংলাদেশে নাস্তিক ছিলেন না, বরং ব্রিটেনে আসার পরই তার চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে। জাহিদ হাসান আখন্দ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "কে নাস্তিক আর কে নয়, তা জানার কোনো উপায় নেই। আপনি আমাকে বলেছেন, আপনি নাস্তিক নন, তার মানে আপনি নাস্তিক নন। কিন্তু এটি যাচাই করার কোনো ব্যবস্থা নেই।„ ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহারের চেয়ে সমকামী সাজা অনেক বেশি সহজ ও কার্যকর বলে দাবি করেন অভিযুক্ত আইনি পরামর্শক জাহিদ হাসান আখন্দ। তার মতে, রাজনৈতিক কারণে আশ্রয় চাইলে নিজ দেশে মামলার প্রমাণ দিতে হয়, যা বেশ কঠিন, কিন্তু সমকামিতার বিষয়টি ব্যক্তিগত হওয়ায়, এতে সফল হওয়ার হার অনেক বেশি। ভুয়া সমকামী দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে আবেদনকারীকে বিভিন্ন গে-ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেসব ক্লাবের সদস্যপদ পাইয়ে দেওয়া হয়। মি. আখন্দ জানান, জালিয়াতির অংশ হিসেবে আবেদনকারীকে একজন 'পার্টনার' বা সঙ্গীও জোগাড় করে দেওয়া হয়। ওই ভাড়াটে সঙ্গী হোম অফিসকে লিখিতভাবে জানাবে যে, তারা একে অপরের জীবনসঙ্গী। তার দাবি, এসব ক্লাবে যারা যায়, তাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে সমকামী নন, তাই ধরা পড়ার ভয় নেই। আবেদনকারী আসলে সমকামী বা নাস্তিক ছিলেন না- এমন কোনো কেসে সফল হয়েছেন কি না, ছদ্মবেশী সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে মি. আখন্দ বলেন, "ওপরওয়ালার ইচ্ছায় সবাই সফল হচ্ছে। আপনি যদি কথা শোনেন এবং ঠিকঠাক প্রমাণ সাজাতে পারেন, তবে আপনিও সফল হবেন।„ "আগে আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে নাস্তিক, নাকি সমকামী, কোনপথে আপনি এটি করতে চান, এরপর আমি আপনার পূর্ণ কর্মপরিকল্পনা সাজাবো,„ বলেন তিনি।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, জাহিদ হাসান আখন্দ ২০২২ সালে ব্যারিস্টার হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করলেও, তার প্র্যাকটিস করার বা আইন পেশা চর্চার কোনো লাইসেন্স নেই। ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী, লাইসেন্স ছাড়া আইনি সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে 'ব্যারিস্টার' পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। জাহিদ হাসান আখন্দ যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইনে নিজেকে 'লেক্সটেল সলিসিটরস' নামের একটি ল' ফার্মের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে আসছিলেন। এমনকি ছদ্মবেশে থাকা সাংবাদিকের সঙ্গে বৈঠকের সময়ও ওই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে তার নাম দেখা গিয়েছিল, যা বর্তমানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। লেক্সটেল বলছে, মি. আখন্দ বর্তমানে তাদের কর্মচারী নন। প্রায় দুই বছর আগেই তিনি ওই ফার্মে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছেন। চাকরি ছাড়ার সময় কোনো 'আনুষ্ঠানিক নোটিশ' না দেওয়ায় তাদের ওয়েবসাইটে এতদিন মি. আখন্দের নাম থেকে গিয়েছিল। এছাড়া, তাদের অফিসে এ ধরনের কোনো বৈঠক হওয়ার রেকর্ড নেই বলেও তারা নিশ্চিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটি আরও জানায়, আখন্দ ওই একই ভবনের অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অবৈধ কর্মকাণ্ড বা অসততার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জাহিদ হাসান আখন্দ। তিনি দাবি করেন, জেনেশুনে বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো বেআইনি কাজ তিনি করেননি। মি. আখন্দের ভাষ্যমতে, সাংবাদিকের সঙ্গে বৈঠকটি ছিল নিছক একটি 'পরিচয় পর্ব' মাত্র। ওই সাংবাদিক তার কোনো ক্লায়েন্ট বা মক্কেল ছিলেন না এবং তিনি কোনো নিয়ন্ত্রিত অভিবাসন পরামর্শ দেননি বলেই বিশ্বাস করেন। নিজের পেশাদার পরিচয় সম্পর্কে তিনি বলেন, নিজেকে কখনোই 'প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার' হিসেবে দাবি করেননি। লেক্সটেল সলিসিটরসের সঙ্গে তার পেশাগত সম্পর্ক অনেক আগেই চুকে গেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ভুয়া ওয়েবসাইট

ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয়ের ভুয়া আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে জাহিদ আখন্দই একমাত্র ব্যক্তি নন, বিবিসি নিউজের অনুসন্ধানে আরও এক বাংলাদেশি আইনজীবীর সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ওই আইনজীবীর সহায়তায় অসংখ্য ভুয়া আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলো সফলও হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই আবেদনগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবেদনকারীকে একইসঙ্গে 'নাস্তিক' এবং 'সমকামী বা উভকামী' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে এমন কিছু অনলাইন নিউজ ওয়েবসাইটের নিবন্ধ জমা দেওয়া হয়েছে, যেগুলো দেখতে হুবহু আসল সংবাদপত্রের মতো। কিন্তু ইন্টারনেট রেকর্ড বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ওয়েবসাইটটি ওই চক্রের সাথে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তিই তৈরি করেছিলেন। কিছু নিবন্ধে দাবি করা হয়েছে যে, আবেদনকারীরা তাদের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশের আদালতে মামলার শিকার হয়েছেন।

বাস্তবে এসব মামলার কোনো অস্তিত্ব নেই। ব্রিটিশ হোম অফিসের কর্মকর্তারা চাইলেও এগুলো সহজে যাচাই করতে পারেন না, কারণ বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থা এখনো মূলত কাগজ-কলম নির্ভর। ফলে ডিজিটাল মাধ্যমে এর সত্যতা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অনেক আবেদনে দেখা গেছে, আবেদনকারী কোনো সমকামী সঙ্গীকে বিয়ে করেছেন এবং এর ফলে তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তিদের হাতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন- এমন সংবাদও ওই ভুয়া সাইটগুলোতে ছাপানো হয়। মূলত 'হুমকি' বা 'নিপীড়ন'-এর প্রমাণ তৈরি করতেই এই সাইটগুলো বানানো হয়েছিল। পূর্ব লন্ডনের একটি ল' ফার্মের একজন কেস-ওয়ার্কার এই ওয়েবসাইটগুলো তৈরির নেপথ্যে ছিলেন বলে জানা গেছে। ওয়েবসাইটগুলোর নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে রয়টার্স বা বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যম থেকে চুরি করা সংবাদ দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হতো। এমনকি একটি ওয়েবসাইটের 'প্রধান সম্পাদক' হিসেবে এমন একজনের নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যার লিংকডইন বা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো অস্তিত্বই নেই। মূলত, আশ্রয়ের আবেদনকারীদের নাম ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এই 'ছায়া ওয়েবসাইটগুলো, পরিচালিত হতো।

সাজানো রাজনৈতিক প্রতিবাদ

ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার জন্য কেবল ভুয়া নথিপত্রই নয়, বরং রাজপথে সাজানো প্রতিবাদ সভা এবং শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার নাটক সাজানোর মতো গুরুতর তথ্যও অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। অনেক আবেদনকারী প্রমাণ হিসেবে বাংলাদেশে সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা একটি ওয়েবসাইটের পোস্ট ব্যবহার করেছেন। যে ওয়েবসাইটটি কেবল আবেদনের সময়কালেই সচল ছিল এবং পরবর্তীতে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের স্বপক্ষে এমন সব মিছিল বা প্রতিবাদের ছবি জমা দেওয়া হয়েছে, যা মূলত ছবি তোলার উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা হয়েছিল। এসব মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা আসলে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী নন। অনুসন্ধানে বেশ কয়েকজন আশ্রয়প্রার্থীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদেরকে তাদের নিয়োগকৃত উপদেষ্টারা পরামর্শ দিয়েছিলেন একজন জিপি (জেনারেল প্র্যাকটিশনার) বা চিকিৎসকের কাছে গিয়ে 'ডিপ্রেশন' বা বিষণ্ণতার ভান করতে। উদ্দেশ্য হলো, এই মেডিকেল রিপোর্টকে আশ্রয়ের পক্ষে মানসিক বিষণ্ণতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা। এমনকি একজন আবেদনকারী নিজেকে এইচআইভি পজিটিভ হিসেবে প্রমাণের নাটকও সাজিয়েছিলেন। হোম অফিসের কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হওয়ার সময় কীভাবে আচরণ করতে হবে, তার জন্যও দেওয়া হয় বিশেষ প্রশিক্ষণ। একজন আইন উপদেষ্টা বিবিসি নিউজের ছদ্মবেশী প্রতিবেদককে জানান, সাম্প্রতিক সময়ে অন্য আবেদনকারীদের কী কী প্রশ্ন করা হয়েছে, তার একটি নমুনা প্রশ্নপত্র তাকে দেওয়া হবে যাতে তিনি প্রস্তুতি নিতে পারেন। রচডেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একজন আশ্রয়প্রার্থী ছদ্মবেশী সাংবাদিকের কাছে স্বীকার করেন যে, তার আইনজীবী তাকে হোম অফিসের কর্মকর্তাদের সামনে চেহারার অভিব্যক্তি কেমন হবে, সেটিও শিখিয়ে দিয়েছেন। ওই ব্যক্তি বলেন, "আমার আইনজীবী আমাকে ইন্টারভিউয়ের সময় কাঁদতে বলেছিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম- আমি কাঁদতে পারব না, আমার পক্ষে এত বেশি অভিনয় করা সম্ভব নয়।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৩.২০২৬ আলী আহমেদ)

এ বছর গরম কতটা দীর্ঘ হতে পারে?

বাংলা প্রবাদে শীতের তীব্রতা বোঝাতে যেমন নানা তুলনা আছে, তেমন গরম নিয়েও প্রবচন কম নেই। 'চৈত্রের খরতাপ' কিংবা 'জ্যৈষ্ঠের দাবদাহ'- এই শব্দগুলোই বলে দেয়, বছরের একটা সময় জুড়ে এই অঞ্চলে গরমের প্রভাব কতটা পড়ে মানুষের জীবনে। বাংলা পঞ্জিকার চৈত্র মাস সাধারণত ইংরেজি পঞ্জিকার মার্চ ও এপ্রিল মাসের মধ্যে পড়ে। আর জ্যৈষ্ঠ মাস পরে ইংরেজি মে ও জুন মাসের ভেতর। আর এর মাঝেই এপ্রিল-মে মাসে পড়ে বৈশাখ মাস। অর্থাৎ, কাগজে-কলমে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মিলে গ্রীষ্মকাল হলেও, বাংলাদেশে গরম শুরু হয় সেই মার্চ তথা চৈত্র মাস থেকেই। আর তা প্রলম্বিত হয় একেবারে শরৎকাল পর্যন্ত। এ বছর মার্চে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঝড়-বৃষ্টির কারণে গরম অতটা টের পাওয়া না গেলেও এপ্রিলে, বিশেষ করে বৈশাখের শুরুতেই তাপপ্রবাহের দাপট টের পাওয়া যাচ্ছে। এবার কতটা বাড়তে পারে তাপমাত্রা, আর গরমের তীব্রতাই বা চলতে পারে কতদিন? আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গ্রীষ্মকাল দুই মাসজুড়ে থাকলেও মূলত গরমের সময়টা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

কতটা গরম পড়বে ২০২৬ সালে?

বাংলাদেশে এপ্রিল মাসকে বলা হয় সবচেয়ে উষ্ণ মাস। আবহাওয়া বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সাধারণত বাংলাদেশে এপ্রিল মাসের গড় তাপমাত্রা থাকে ৩৩ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর মে মাসের গড় তাপমাত্রা ৩২ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মার্চ মাসে ৩১ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অফিস বলছে, এগুলো এই তিন মাসের স্বাভাবিক তাপমাত্রা, যা মূলত ১৯৯১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত, মোট ৩০ বছরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার গড়। আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক বিবিসিকে বলেন, এ বছরের এপ্রিল মাসে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে। অর্থাৎ, ওই গড় তাপমাত্রার আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা আছে। "কিন্তু রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের কোথাও কোথাও তাপমাত্রা কখনও কখনও ৪২ ডিগ্রি পর্যন্তও উঠতে পারে, বিশেষ করে তাপপ্রবাহের সময়,„ যোগ করেন তিনি। পহেলা বৈশাখের পরপরই, গতকাল বুধবার ২৪ ঘণ্টার তাপমাত্রার রেকর্ডে দেখা গেছে,

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে ৩৯. ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে, এপ্রিল মাসে সারা দেশে দুই থেকে চারটি মৃদু ও এক থেকে দুইটি তীব্র তাপপ্রবাহ হতে পারে। তখন কোথাও কোথাও ৪০-৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঈশ্বরদী, বদলগাছী ও রাজশাহীতে।
এদিকে, আগামী তিন মাসের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এপ্রিল-জুনের মাঝে দেশে ছয় থেকে আটটি মৃদু এবং তিন থেকে চারটি তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, কোনো এলাকায় যদি তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তাহলে তাকে বলে তীব্র তাপপ্রবাহ। তাপমাত্রা যখন ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তাকে বলে মাঝারি তাপপ্রবাহ এবং তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে সেটিকে মৃদু তাপপ্রবাহ বলে। বাংলাদেশে আগে মার্চ থেকে মে মাস ছিল তাপপ্রবাহের সময়। কিন্তু মানবসৃষ্ট কারণে এখন মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তাপপ্রবাহ থাকে। তাই, বিগত কয়েক বছরের মতো এ বছরের বর্ষাকালেও গরমের তীব্রতা থাকবে, বলছিলেন এই আবহাওয়াবিদ।

গরমের তীব্রতা অনুভব হবে কম

আবহাওয়াবিদরা মনে করছেন, এ বছর গরম পড়লেও তা ২০২৪ সালের মতো তীব্র হবে না। কারণ হিসেবে বলছেন, এ বছর বজ্রঝড় বেশি হবে। ২০২৪ সালে বজ্রঝড়ের সংখ্যা অনেক কম হওয়ায় গত ৭৬ বছরের রেকর্ড ভেঙে তীব্র গরম পড়েছিলো বাংলাদেশে। সাধারণত এপ্রিল মাসে গড়ে নয় দিন বজ্রঝড় হয় এবং মে মাসে হয় ১৩ দিন। কী কারণে এবার বজ্রঝড় বেশি হবে? জানতে চাইলে আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক বলেন, "এবার প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে যে পুবালি বাতাস বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করবে, তার গতিবেগ কিছুটা হলেও বেশি থাকবে। এই কারণে সাগরের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা এবার ২৬ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মাঝে ওঠানামা করার সম্ভাবনা আছে। এই ধরনের তাপমাত্রায় বিশাল জলরাশি থেকে বাষ্পয়ানের হার, মানে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।„ "আর জলীয় বাষ্প বেশি হলে জলীয় বাষ্প সমৃদ্ধ বাতাসের ঊর্ধ্বগমন হয়, সারি সারি মেঘমালা তৈরি হয় ও বজ্রবৃষ্টি হয়। পাশাপাশি, এল নিনোর (উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত) মতো কিছু বৈশ্বিক আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্যও এই বজ্রঝড়ের জন্য ভূমিকা রাখবে,„ যোগ করেন মি. মল্লিক। মূলত, কোনো স্থানের তাপমাত্রা যদি অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং সেখানে যদি বজ্রঝড় হয়, তাহলে প্রাকৃতিকভাবেই পরিবেশ ঠান্ডা হয়ে যায় অনেকটা। কিন্তু এমন কোনো নিয়মতান্ত্রিক বিষয় নেই, যা অনুসরণ করে সঠিকভাবে বলা যাবে যে, ঠিক কতদিন পর পর তাপপ্রবাহ এবং বজ্রঝড় হবে, উল্লেখ করেন তিনি। তার ভাষ্যে, "বজ্রঝড়, তাপপ্রবাহ- এগুলো আবর্তিত হতে থাকবে। কখনও কখনও রোদ-বৃষ্টি চরম আকার ধারণ করবে। তখন বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টির কারণে স্বস্তিদায়ক পরিবেশ হবে।„

এ বছর কি আবহাওয়াগত কোনো পরিবর্তন এসেছে?

এবার মার্চ মাসে ও এপ্রিলের শুরুতে বেশ কিছু দিন ধরে প্রায় সারা বাংলাদেশেই ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। এটি হয়েছে বজ্রমেঘ থেকে বা গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালা থেকে। দমকা বা ঝড়ো হাওয়ার সাথে বৃষ্টি-বজ্রবৃষ্টি ছিল। সব মিলিয়ে তাপমাত্রা হঠাৎ করে নেমে গেছে এবং মনে হয়েছে যেন ঠান্ডা পড়েছে। "এই ধরনের বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা দুই থেকে ছয় ডিগ্রি নেমে যায়,„ বলছিলেন মি. মল্লিক। তার মতে, "এটা প্রতিবছরই হয়। আগে এরকম কখনও ঘটে নাই-এমন ব্যাপার নেই।„ "মার্চ, এপ্রিল ও মে জুড়ে এভাবেই চলতে থাকে। এটি বাংলাদেশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কখনও তাপমাত্রা একটু কম-বেশি হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির এই আবর্তন প্রতি বছরই ঘুরে-ফিরে আসে। তবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তনটা এত বছরে হয়েছে, সে কারণে আবহাওয়াগত একদম সঠিক সময়ে এটি না-ও হতে পারে।„
এদিকে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ১২০ ঘণ্টার পূর্বাভাসে আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, আগামী পাঁচদিনে দিন ও রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। এছাড়া, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলাগুলো উপর দিয়ে বয়ে চলা মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ প্রশমিত হতে পারে। আগামী কয়েকদিন ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর বিভাগসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় দমকা হাওয়া ও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

লেবাননে ১০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত, `জরুরি, সহায়তার আহ্বান জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার প্রধানের

লেবাননের জন্য "জরুরি সহায়তা ও ত্রাণ„ দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার প্রধান বারহাম সালিহ। সংঘাতের কারণে ১০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যা লেবাননের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। সালিহ এই পরিস্থিতিকে "অভূতপূর্ব„ বলে বর্ণনা করেছেন। এএফপি বার্তা সংস্থার খবরে বলা হয়, লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালামের সঙ্গে বৈঠকের পর সালিহ বলেন, "লেবানন বারবার সহিংসতার চক্রে আটকে থাকতে পারে না, দেশটির প্রয়োজন সমর্থন ও স্থিতিশীলতা।„ লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২ মার্চ থেকে ইসরায়েলি হামলায় দুই হাজার ১০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ইসরায়েল বলছে, লেবাননে

তাদের অভিযান ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহকে দুর্বল করা এবং সীমান্ত পেরিয়ে আসা রকেট হামলাসহ বিভিন্ন আক্রমণ থেকে নিজেদের নাগরিকদের সুরক্ষার লক্ষ্যেই পরিচালিত।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরানকে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার আহ্বান চীনের

হরমুজ প্রণালিতে স্বাভাবিক নৌ-চলাচল শুরুর উদ্যোগ নিতে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। তিনি বলেছেন, হরমুজ প্রণালিতে ইরানের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে যেমন সম্মান করাও সুরক্ষিত রাখা উচিত, আবার একইসঙ্গে এই জলপথ দিয়ে নৌযান চলাচলের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রণালিটি উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে সর্বসম্মত আগ্রহ রয়েছে। ওয়াং ই আরও বলেন, যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা এবং আলোচনায় ফেরার পক্ষে চীন সমর্থন দিচ্ছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

হরমুজ প্রণালিতে ইরানকে ঘিরে নৌ অবরোধে ১০টি জাহাজ ফিরিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, সোমবার থেকে হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ কার্যকর হওয়ার পর কোনো জাহাজই এই অবরোধ ভেঙে পার হতে পারেনি। মার্কিন বাহিনীর ভাষ্য, ইরানের উপকূলে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোকে তারা আটকাবে বা ফিরিয়ে দেবে। তবে, ইরান ছাড়া অন্য দেশগুলোর জন্য যাতায়াতকারী জাহাজগুলোকে প্রণালি দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে। গত রাতের এক হালনাগাদ তথ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানায়, ”সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত ১০টি জাহাজকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কোনো জাহাজই অবরোধ ভেঙে যেতে পারেনি।„ ডোনাল্ড ট্রাম্পের লক্ষ্য, হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাতায়াতের জন্য জাহাজগুলোর কাছ থেকে ইরান যে অর্থ আদায় করতে চাইছিল, তা বন্ধ করে দেশটির ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং একইসঙ্গে ইরানের তেল রপ্তানি কমিয়ে দেওয়া। ইরান এই অবরোধকে ‵দস্যুতা, বলে আখ্যা দিয়েছে এবং এর প্রতিশোধ হিসেবে পারস্য উপসাগর, ওমান উপসাগর ও লোহিত সাগরে নৌচলাচল লক্ষ্যবস্তু করার হুমকি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বুধবার জানায়, ”ইরানি পতাকাবাহী একটি কার্গো জাহাজ বন্দর আব্বাস (ইরান) ছাড়ার পর মার্কিন অবরোধ এড়ানোর চেষ্টা করেছিল, গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস স্প্রুয়ান্স সফলভাবে জাহাজটিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় দফা আলোচনার তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি : পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা আলোচনার জন্য এখনো কোনো তারিখ নির্ধারিত হয়নি বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র। বৃহস্পতিবার তিনি আরো জানান, দুই দেশের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে পরমাণু ইস্যুটিও রয়েছে। এদিকে, ইরানের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বৃহস্পতিবার রয়টার্সকে জানিয়েছেন, কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা যুদ্ধ বন্ধে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু তেহরানের পরমাণু কর্মসূচিসহ বেশ কিছু বিষয়ে এখনো বড়ো ধরনের মতভেদ রয়ে গেছে। ওই কর্মকর্তা আরো জানান, দুই সপ্তাহের এই যুদ্ধবিরতির অর্ধেকের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও, দুইপক্ষের মধ্যে এখনো বড়ো ধরনের দূরত্ব রয়ে গেছে। ওই ইরানি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে রয়টার্স আরো জানিয়েছে, গতকাল পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের তেহরান সফর কিছু ক্ষেত্রে এই মতভেদ কমাতে সাহায্য করেছে। যুদ্ধবিরতির সময় বাড়ানো এবং তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে আবার আলোচনা শুরু করার বিষয়ে সহায়তা করেছে তার এই সফর।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর ৭০টি স্থাপনা ধ্বংস করার দাবি ইসরায়েলের

দক্ষিণ লেবাননের বিনত জুবাইল এলাকায় বুধবার হিজবুল্লাহর প্রায় ৭০টি স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। টেলিগ্রামে দেওয়া এই বিবৃতিটি এমন এক সময়ে দেওয়া হলো, যখন গতকাল দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েল ওই এলাকায় হিজবুল্লাহর ”প্রধান ঘাঁটি নির্মূল করার দ্বারপ্রান্তে„ রয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, লেবানন থেকে রাতভর চালানো একটি ড্রোন হামলা প্রতিহত করেছে তারা। আইডিএফ আরো জানিয়েছে, ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর ক্রুরা ড্রোনটিকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে। ”যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তারা দেশের আকাশ রক্ষায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০টি প্রতিরক্ষামূলক অভিযানে অংশ নিয়েছে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সঙ্গে ইরানি স্পিকারের বৈঠক

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির বৃহস্পতিবার ইরানি পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাগের কালিবাফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তবে দুইপক্ষের বৈঠকের বিস্তারিত কোনো তথ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি। কালিবাফ গত শনিবার ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ইরানি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। আসিম মুনির

গতকাল উচ্চপর্যায়ের এক রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা প্রতিনিধি দল নিয়ে তেহরানে পৌঁছান। ইরানি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইরানের সংবাদ মাধ্যমে জানানো হয়, তিনি সেখানে "আমেরিকার বার্তা এবং আলোচনার দ্বিতীয় দফার পরিকল্পনা„ পৌঁছে দিতে এসেছেন। সফরের অংশ হিসেবে তিনি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গেও বৈঠক করেছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

‵লেবাননে যুদ্ধবিরতি ইরানে যুদ্ধবিরতির মতোই গুরুত্বপূর্ণ,: ইরানি পার্লামেন্ট স্পিকার

ইরানের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননের পার্লামেন্ট স্পিকার নাবিহ বেরির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন ইরানি পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ-বাগের কালিবাফ। এ সময় তিনি বলেন, তেহরানের কাছে "ইরানে যুদ্ধবিরতির„ সমান গুরুত্ব বহন করে "লেবাননে যুদ্ধবিরতি„। কালিবাফ বলেন, "ইসলামাবাদে (যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে) আলোচনার সময় এবং তার পরেও„ ইরান "শত্রুপক্ষকে বাধ্য করতে„ গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে তারা "স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে„ সম্মত হয়। ইরানি গণমাধ্যম জানায়, তিনি আজ পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। খবরে বলা হয়েছে, ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি আলোচনা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দল তেহরান সফর করেছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে কালিবাফ ইরানের ক্ষমতাকাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন। সাম্প্রতিক ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার আলোচনায় তিনি ইরানি প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন। এদিকে, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই গতকাল বলেছেন, রোববার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান "চলমান„ রয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বর্তমান যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত খবরের বিষয়ে তিনি কিছু নিশ্চিত করেননি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরানকে ‵সঠিক পথ, বেছে নেওয়ার হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের

ইরান সরকারকে ‵বিচক্ষণতার সাথে সঠিক পথ, বেছে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। চলমান যুদ্ধ ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে পেন্টাগনে এক ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেছেন তিনি। তার সাথে সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন। ইরানি বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ-অবরোধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম তারা জনসমক্ষে কথা বলেন। মি. হেগসেথ হুঁশিয়ারি দেন, ইরান যদি ভুল পথ বেছে নেয় এবং চুক্তিতে না আসে, তবে যুদ্ধ আবার শুরু করার মতো যুক্তরাষ্ট্রের পর্যাপ্ত শক্তি আছে। ইরান আর তাদের হারানো শক্তি ফিরে পাবে না বলেও উল্লেখ করেছেন মি. হেগসেথ। ইরানের সামরিক নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য করে হেগসেথ বলেন, "আমরা আপনাদের ওপর নজর রাখছি।„ তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সক্ষমতা এক নয় এবং এটি কোনো ‵সমান শক্তির লড়াই, নয়। "আমরা দিন দিন আরও শক্তিশালী হচ্ছি। আপনারা আপনাদের বাকি লঞ্চার ও মিসাইলগুলো খুঁড়ে বের করছেন ঠিকই, কিন্তু সেগুলো নতুন করে তৈরি বা প্রতিস্থাপন করার ক্ষমতা আপনাদের নেই,„ বলেন মি. হেগসেথ। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি নিয়ে পুনরায় প্রস্তুত হচ্ছে বলে জানান তিনি। "আমাদের প্রেসিডেন্টের নির্দেশ এবং একটি মাত্র বোতামের চাপে আমরা যে-কোনো সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি,„ বলেন মি. হেগসেথ। যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে ইরানের সাথে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করছে? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে মি. হেগসেথ বলেন, ইরানের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আগের চেয়ে কমে গেলেও, যুদ্ধবিরতির জন্য তাদের আগ্রহ "খুবই বেশি„। তিনি আরো জানান, ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা এই যুদ্ধ থেকে দূরে আছে বলে মনে হচ্ছে। "তাদের পক্ষ থেকে এটি একটি ভালো সিদ্ধান্ত বলে আমরা মনে করি,„ বলেন মি. হেগসেথ। সেন্টকমের কমান্ডার অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার জানান, গত ১৫ দিনে তিনি দুইবার মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছেন। এই সময়ে মার্কিন বাহিনী তাদের "কৌশল, পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি„ নতুন করে সাজাচ্ছে এবং সমন্বয় করছে বলে জানান তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরানকে ‵আরও ভয়াবহ, হামলার হুমকি ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

ইরান যদি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনায় কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে না পারে, তাহলে ইসরায়েল ইরানের ওপর "আরও ভয়াবহ„ হামলা চালাবে বলে সতর্ক করেছেন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ। "ইরান এখন এক ঐতিহাসিক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটি তাদের বেছে নেওয়ার সময়, ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সেতু নাকি বিচ্ছিন্নতা ও ধ্বংসের অতল গহ্বর„ বলেন কাৎজ। তিনি আরও বলেন, ইরান যদি ধ্বংসের পথ বেছে নেয়, তবে তারা "খুব দ্রুতই টের পাবে„ যে, ইসরায়েল এখন পর্যন্ত যে-সব জায়গায় হামলা চালায়নি, সেগুলো "এর আগে আক্রান্ত হওয়া জায়গাগুলোর চেয়েও অনেক বেশি স্পর্শকাতর হবে।„ "সিদ্ধান্ত তাদের হাতে এবং এর পরিণামের দায়ভারও তাদেরই নিতে হবে,„ বলেন কাৎজ।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ রনি)

লেবানন- ইসরায়েলের ১০ দিনের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা,নেতানিয়াহু ও আউনকে আমন্ত্রণ হোয়াইট হাউসে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউনকে পরবর্তী আলোচনার জন্য হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। মি. ট্রাম্প ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে ১০ দিনের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা যখন দিয়েছেন, এর পরপরই তিনি দেশ দুটির নেতাদের হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণের কথা জানালেন। তিনি এ-ও জানান, ১০ দিনের ওই যুদ্ধবিরতি শুরু হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সময় বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে। তিনি ট্রুথ স্যোশালে লিখেছেন, দুইপক্ষই শান্তি দেখতে চায় এবং তা খুব শিগ্‌গিরই সম্ভব হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এর আগে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক বিবৃতিতে বলেছেন, "আমি এইমাত্র লেবাননের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে চমৎকার আলোচনা করেছি।„ "এই দুই নেতা সম্মত হয়েছেন যে, তাদের দেশগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ দিনের যুদ্ধবিরতি শুরু করবেন।„ মি. ট্রাম্প আরও বলেন, "গত মঙ্গলবার, আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্কো রুবিও'র উপস্থিতিতে ওয়াশিংটন ডি.সিতে এই দুই দেশ ৩৪ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো বৈঠকে বসেছিল। একটি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, সেক্রেটারি অফ স্টেট রুবিও এবং জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান ড্যান রেজিন কেইনকে একটি স্থায়ী শান্তির জন্য ইসরায়েল ও লেবাননের সাথে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছি।„ "বিশ্বজুড়ে ৯টি যুদ্ধ সমাধান করা আমার জন্য সম্মানের বিষয় ছিল এবং এটি হবে আমার দশম। তাই চলুন, এটি সম্পন্ন করি,„ বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এদিকে, লেবাননের প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধবিরতির চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ রনি)

এনএইচকে

এশিয়ায় জ্বালানি সরবরাহ জোরদার করতে ১০ বিলিয়ন ডলার সহায়তার ঘোষণা জাপানের

প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি সানায়ে ঘোষণা করেছেন যে, এশিয়ায় জ্বালানি সরবরাহ জোরদার করতে এবং দেশে পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক চিকিৎসা সামগ্রীর স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করতে জাপান প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্রদান করবে। হরমুজ প্রণালি দিয়ে নৌচলাচল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই তাকাইচি বুধবার এশিয়া যিরো এমিশন কমিউনিটি প্লাস বা এযেক প্লাস-এর একটি অনলাইন শীর্ষ সম্মেলনে এই প্যাকেজটি উন্মোচন করেন। প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী এই সম্মেলনে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর নেতারাও অংশ নেন। সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্বপালনকারী তাকাইচি, পার্টনারশিপ অন ওয়াইড এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সেস রেজিলিয়েন্স বা পাওয়ার এশিয়া নামক একটি কাঠামোর জন্য ১০ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজটি ঘোষণা করেন। এই কাঠামোটি জাপানকে পেট্রোলিয়ামজাত চিকিৎসা পণ্য, যেমন ডায়ালাইসিসে ব্যবহৃত দস্তানা ও প্লাস্টিকের সামগ্রীর সরবরাহ সুরক্ষিত করতে সাহায্য করবে। একটি জরুরি ব্যবস্থা হিসেবে এই উদ্যোগটি জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এবং অন্যান্য সূত্র থেকে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এশীয় দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য উৎস থেকে নির্বিঘ্নে অপরিশোধিত তেল সংগ্রহ করতে সাহায্য করবে। এশিয়ায় সামগ্রিক তেলের মজুত বাড়ানোর লক্ষ্যে এই কাঠামোতে তেল মজুত করা ও বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে জাপানে অনুসৃত পদ্ধতিগুলো অন্যান্য দেশে প্রবর্তনে সহায়তার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

নতুন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর অর্থ কোথা থেকে আসবে?

নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে বিএনপি সরকার `ফ্যামিলি কার্ড,, `কৃষক কার্ড,সহ কয়েকটি কর্মসূচি চালু করেছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে থাকা সরকার এসব কর্মসূচির জন্য অর্থ কোথা থেকে জোগান দেবে, সেই প্রশ্ন উঠছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ প্রয়োজন হতে পারে, তা আগামী বাজেটে জানা যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যেগুলো ইতোমধ্যে চালু আছে, সরকার সেগুলোর অপচয় রোধ ও সংস্কার করবে। সেখান থেকে অনেক অর্থ আসবে। একইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেও সম্পদ সংগ্রহ করা হবে। আগামী বাজেটে এটা স্পষ্ট করা হবে। এটা নিয়ে কাজ চলছে।„

যে-সব কর্মসূচি চালু করেছে বিএনপি

* ১০ মার্চ 'ফ্যামিলি কার্ড, প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রথম পর্যায়ে সারা দেশে ৩৪ হাজার ৫৬৪ পরিবারকে `ফ্যামিলি কার্ড, দেওয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে (২০২৬-২৭) আরো ৪০ লাখ পরিবারের নারী প্রধানকে এই কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার। এতে ১৩ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। এই টাকা বরাদ্দ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আধা সরকারি (ডিও) পত্র দিয়েছেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী এ জেড এম জাহিদ হোসেন। পর্যায়ক্রমে

আগামী পাঁচ বছরে ৬০ লাখ পরিবারকে এই কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার। প্রতি কার্ডধারী মাসে পাবেন নগদ ২ হাজার ৫০০ টাকা।

* ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখে ১০ জেলার ১১ উপজেলায় কৃষক কার্ডের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। কার্ড পাওয়া কৃষকেরা ১০ ধরনের সুবিধা পাবেন। এগুলো হলো- ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ, ন্যায্যমূল্যে সেচ সুবিধা, সহজ শর্তে কৃষিঋণ, স্বল্পমূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রাপ্তি, সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা, মোবাইল ফোনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও বাজার তথ্য, কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ফসলের রোগ-বালাই দমনের পরামর্শ, কৃষি বিমা সুবিধা এবং ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পাবেন কৃষকেরা। এছাড়া, তারা বছরে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে পাবেন। অর্থ উপদেষ্টা জানিয়েছেন, আগামী চার বছরে ২ লাখ ৫০ হাজার কৃষক এই কার্ড পাবেন।

* এর আগে, সরকার ১২ লাখ কৃষকের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করেছে। সুদসহ যার পরিমাণ এক হাজার ৫৫০ কোটি টাকা।

* খাল খনন কর্মসূচিও শুরু হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে সারা দেশে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন করতে চায় সরকার। প্রতি কিলোমিটার খাল খননের খরচ ২০ লাখ টাকা ধরেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড।

* ৩০ মার্চ ১২৯ জন ক্রীড়াবিদের হাতে ‵ক্রীড়া কার্ড, তুলে দেয় সরকার। মোট ৫০০ ক্রীড়াবিদকে মাসিক ভাতার আওতায় আনা হচ্ছে। তারা প্রতি মাসে ১ লাখ টাকা করে ভাতা পাবেন।

* ‵স্বাস্থ্য কার্ড, ও ‵স্বাস্থ্য বিমা, নিয়েও কাজ করছে সরকার।

* ১৮০ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান নিয়েও কাজ করছে বিএনপি সরকার।

অর্থনীতিবিদরা যা বলছেন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস (বিস)-এর গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবীর বলেন, ”বিএনপি তার নির্বাচনি ইশতেহারে ওই প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছে। তারা বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজও শুরু করেছে। কিন্তু পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, অর্থ কোথা থেকে আসবে, সেটাই বড়ো প্রশ্ন। অর্থ তো অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তাহলে কর আদায় বাড়াতে হবে। এজন্য আগামী বাজেটে করের বোঝা আরো বাড়বে। তা আবার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। সেটা নতুন আরেকটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আমি এখনো সরকারি কোনো ডকুমেন্টে এ নিয়ে বিস্তারিত কোনো পরিকল্পনা দেখিনি। উদ্যোগগুলো ভালো। কিন্তু কতটা বাস্তবায়ন করা যাবে, সেটাই প্রশ্ন।„ তিনি বলেন, ”শুধু ‵ফ্যামিলি কার্ড, নয়, শেষ পর্যন্ত কিন্তু ১ কোটি ৬৫ লাখ কৃষককে কার্ডের আওতায় আনতে হবে। খাল খননে প্রচুর অর্থ লাগবে। ‵স্বাস্থ্য কার্ড, একটা বিরাট প্রকল্প। এখানে অনেক টাকা লাগবে। আমাদের রাজস্ব সংগ্রহের যে অবস্থা, তাতে মনে হয় না যে, খুব বেশি কিছু করা যাবে। এর মধ্যে জ্বালানি তেলের সংকট। এখানে প্রচুর ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। সরকারের দায় আছে ২৩ লাখ কোটি টাকা, যা বিশ্ব পরিস্থিতি, তাতে অর্থনীতি কোনদিকে যায়, বলা যাচ্ছে না। বিশ্বব্যাংক বলছে, আমাদের প্রবৃদ্ধি হবে ৩.৯ শতাংশ। এডিবি, আইএমএফ সামান্য বেশি বলছে। কিন্তু সবার মধ্যে একটি আশঙ্কা যে, আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতি চাপে থাকবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিও চাপে থাকবে। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও বড়ো চাপে পড়বে। এখানে অপচয়, দুর্নীতির কথা বলা হলেও, তার হিসাব তো এখনো করা হয়নি।„ ”সরকার চাইলেই কিন্তু কোনো প্রকল্প থেকে কাউকে বাদ দিতে পারবে না। আবার কোনো প্রকল্প বন্ধও করতে পারবে না। কারণ সামনে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন আছে,„ বলেন ড. মাহফুজ কবীর।

আগামী বাজেটে (২০২৬-২৭) সরকার তার সামাজিক নিরাপত্তার নতুন কর্মসূচি স্পষ্ট করবে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, তখন বোঝা যাবে, সরকার তার কর্মসূচিগুলো কীভাবে, কোন উপায়ে বাস্তবায়ন করতে চায়। অর্থ সংগ্রহ করবে কীভাবে। এই কারণেই হয়তবা সরকার অনেক বড়ো বাজেটের পরিকল্পনা করছে। আগামী অর্থবছরের বাজেট হতে পারে ৯ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার, যা চলতি বাজেটের চেয়ে আকারে ২৫ শতাংশ বড়ো হতে পারে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আইনুল ইসলাম বলেন, ”বাজেট বড়ো করার পক্ষে আমিও। কিন্তু সেটা বাস্তবায়নযোগ্য কি না, দেখতে হবে। একমাত্র রেমিট্যান্স ছাড়া অর্থনীতির সব সূচক এখন নিম্নমুখী। রাজস্ব আদায় কখনোই টার্গেট পূরণ করতে পারে না। সরকার ব্যাংক থেকে ধার করছে। ২০০ কোটি ডলার ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করছে দেশের বাইরে থেকে। আর যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনীতি বড়ো ধরনের চাপে আছে। সরকার সেটা বুঝতে পেরেই অর্থনীতিবিদদের নিয়ে একটি কৌশল প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছে।„ ৩৬ সদস্যের ওই কমিটির প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ। ”সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় শতাধিক ধরনের প্রকল্প ও ভাতা চলমান আছে। আর প্রত্যেক বছরই উপকারভোগী এবং বরাদ্দ বাড়ছে। এখন সেটা যখন চলছে, সেখানে সরকার নতুন করে যে প্রকল্পগুলো চালু করছে, সেগুলো করার আগে পুরোনোগুলো মূল্যায়ন করা দরকার ছিল। নতুন কর্মসূচিগুলো ধরে নিলাম ভালো। কিন্তু এর অর্থ কোথা থেকে আসবে?

আর এটা কী ফল দেবে, তাও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। বাজেটে হয়ত আমরা জানতে পারবো,„ বলেন ড. আইনুল ইসলাম।

বাজেটে প্রকাশ করা হবে

প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, ”আমরা একটা বৈরী পরিস্থিতিতে এই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কাজগুলো হাতে নিয়েছি। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি পেয়েছি। এর সঙ্গে আছে বৈরী ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি। এর সঙ্গে প্রলম্বিত মূল্যস্ফীতি এবং গত তিন বছরে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তারপরও সরকার তার ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শুরু করেছে।„ ”অতীতের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে প্রচুর অপচয় হয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় সুবিধাভোগী নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে যাদের সুবিধা পাওয়ার দরকার ছিল, তারা পায়নি। তাই সরকার সংস্কার করতে চায়। সেটা নিয়ে কাজ চলছে। এই অপচয় রোধ করে অনেক অর্থ পাওয়া যাবে। আবার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেও অর্থ সংগ্রহ করা হবে। এর মাধ্যমেই নতুন প্রকল্পের অর্থ সংগ্রহ করা হবে। প্রকৃত যাদের সহায়তা প্রয়োজন, তারাই যাতে পায়, সেজন্যও নানা ধরনের জরিপ করা হচ্ছে,„ বলেন তিনি। কত অর্থ লাগতে পারে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, ”আগামী বাজেটে আমরা এই বিষয়ে সংস্কার কর্মসূচি প্রকাশ করব। আমরা নানা নামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কর্মসূচিগুলোতে সংস্কার করে, সেখান থেকে অনেক অর্থ পাবো। আরো অর্থ সংগ্রহ করা হবে।„

যে-সব কর্মসূচি এখনো চলমান

দেশে ১০০-১৪০ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু আছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তার ৯৫টি খাতে বাজেটে মোট ১ লাখ ২৬ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, যা ওই বছরের মোট বাজেটের ১৬.০৪ শতাংশ। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ বয়স্ক ভাতায়। এই খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৪ হাজার ১৯৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। প্রতিবন্ধী এবং শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে ৩ হাজার ৮৪৫ কোটি ৪ লাখ টাকা। বিধবা ভাতা ২ হাজার ২৭৭ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। সামাজিক নিরাপত্তার শীর্ষ খাত এই তিনটি। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ২৬ কোটি টাকা। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে চালু হয়। দরিদ্র এবং আয়ক্ষমতা হারানো বৃদ্ধদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এটি চালু হয়েছিল। বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের উপকারভোগীর সংখ্যা এখন ৬২ লাখ। এর মধ্যে, ৫৯ লাখ ৯৫ হাজার বয়স্ক ব্যক্তি মাসিক ভাতা ৭০০ টাকা এবং ৯০ বছর উর্ধ্ব ২ লাখ ৫ হাজার বয়স্ক ব্যক্তি মাসিক ১ হাজার টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। ২৯ লাখ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতার মধ্যে ২৮ লাখ ৭৫ হাজার জন ৭০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। ৯০ বছর ঊর্ধ্ব ২৫ হাজার বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত পাচ্ছেন মাসিক ১ হাজার টাকা হারে। প্রতিবন্ধী ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের উপকারভোগী মোট ৩৬ লাখ। প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৩৫ লাখ ৮১ হাজার ৯০০ জন মাসিক ৯০০ টাকা হারে এবং ১৮ হাজার ১০০ জন মাসিক ১ হাজার টাকা হারে প্রতিবন্ধী ভাতা পান। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও মেধাবৃত্তির মাসিক হার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে ৯৫০ টাকা, ১ হাজার টাকা, ১ হাজার ১০০ টাকা এবং ১ হাজার ৩৫০ টাকা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমে উপকারভোগীর সংখ্যা ৭ হাজার। মাসিক ভাতার হার ৭০০ টাকা।

অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও মেধাবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ হাজার ৩৩৮ জন। এ ক্ষেত্রে বৃত্তি ও মেধাবৃত্তির মাসিক হার প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১ হাজার টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১ হাজার ২০০ টাকা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদ্‌রোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমে উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৫ হাজার। তাদের এককালীন সহায়তার পরিমাণ এখন ১ লাখ টাকা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ১৮ লাখ ৯৫ হাজার ২০০ জন। এই কর্মসূচির আওতায় একজন মা মাসিক ৮৫০ টাকা হারে ভাতা পান। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা ৬০ লাখ। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতি পরিবার কেজি প্রতি ১৫ টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি করে মোট ছয়মাস খাদ্য সহায়তা পেয়ে থাকে। এর বাইরে আরো অনেক প্রকল্প আছে। প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর জানান, ”সরকার আগের সে সামাজিক নিরাপত্তার খাতগুলো আছে, সেগুলো সংস্কার করবে। কারণ এখানে রাজনৈতিক বিবেচনায় উপকারভোগীদের নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে যারা প্রয়োজন নেই, সে সুরক্ষা পেয়েছে। যার প্রয়োজন, সে পায়নি। প্রচুর অপচয় হচ্ছে। এগুলো ঠিক করা হচ্ছে।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

মাসদার হোসেনের আইনজীবী সনদ সাময়িক স্থগিত

মো. মাসদার হোসেনের আইনজীবী সনদ সাময়িকভাবে স্থগিত করে তাকে কারণ দর্শানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল। গতকাল বুধবার বার কাউন্সিলের সভায় সর্বসম্মতিতে এই সিদ্ধান্ত হয় বলে সংস্থাটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। মাসদার হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগসংক্রান্ত একটি দৈনিকের ১২ এপ্রিলের প্রতিবেদন বার

কাউন্সিলের নজরে এসেছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতাসহ পেশাগত নৈতিকতার প্রশ্ন বিবেচনায় নিয়ে বার কাউন্সিল সভা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এ ব্যাপারে মাসদার হোসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রাথমিক উপাদান রয়েছে। তাই সাময়িকভাবে তার সনদ স্থগিত করা হলো। তার সনদ কেন স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে না, সে বিষয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয় বিবৃতিতে। লিখিত এক বক্তব্যে মাসদার হোসেন বলেন, ”আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটি মহল বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তিকর ও অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করেছে।„ মাসদার হোসেন অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ। ১৯৯৫ সালে তিনি বিসিএস বিচার অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ছিলেন। তখন নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ-সংক্রান্ত মামলাটি তিনি ও তাঁর সহকর্মী বিচারকেরা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলা `মাসদার হোসেন মামলা, নামে পরিচিতি পায়। অবসর গ্রহণের পর মাসদার হোসেন আইন পেশায় ফেরেন। বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় গঠিত বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য ছিলেন তিনি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

ইতিহাসের প্রতি অবিচার ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে : প্রধানমন্ত্রী

ইতিহাসের প্রতি অবিচার এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত `স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬, প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে শহিদ, আহত ও নির্যাতিতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। একইসঙ্গে ২০২৪ সালসহ বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটে যারা প্রাণ হারিয়েছেন কিংবা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাদের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

খালেদা জিয়ার পক্ষে স্বাধীনতা পুরস্কার নিলেন জাইমা রহমান

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মরণোত্তর `স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬, নিয়েছেন তার নাতনি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কন্যা জাইমা রহমান। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খালেদা জিয়ার পক্ষে পুরস্কার নেন তার নাতনি জাইমা রহমান। এ বছর সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে `স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬, এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে। মনোনীতদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল (মরণোত্তর), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অধ্যাপক জহুরুল করিম, সাহিত্যে আশরাফ সিদ্দিকী (মরণোত্তর), সংস্কৃতিতে হানিফ সংকেত, সংগীতে বশীর আহমেদ (মরণোত্তর), ক্রীড়ায় জোবেরা রহমান লিনু এবং সমাজসেবায় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (মরণোত্তর) রয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

অধস্তন আদালতে বিচারাধীন ৪০ লাখ ৪২ হাজার মামলা : আইনমন্ত্রী

দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০ লাখ ৪১ হাজার ৯২৪টি মামলা বিচারাধীন ছিল বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সংসদ অধিবেশনে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য জাহান্দার আলী মিয়ার প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী এ তথ্য জানান। ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ফৌজদারি কার্যবিধি আইন (সংশোধন), ২০২৬ বিষয়ে আসাদুজ্জামান জানান, এতে এসএমএস ও ভয়েস কলের মাধ্যমে সমন জারির বিধান যুক্ত করা হয়েছে। হলফনামার মাধ্যমে আরজি ও লিখিত জবাব দাখিল এবং সরাসরি জেরা করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া, ডিক্রি জারির জন্য পৃথক মামলা না করে মূল মামলায় সরাসরি দরখাস্ত দাখিলের বিধান যুক্ত হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে : পানিসম্পদ মন্ত্রী

পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। সরকার দলীয় এমপি হারুন-অর-রশিদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পের ডিপিপি এরই মধ্যে প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৪৯৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে ২০২৬ সাল থেকে জুন ২০৩৩ পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে সরকার দলীয় এমপির প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব তথ্য জানান। সরকার দলীয় আরেক এমপি শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের প্রশ্নের জবাবে পানিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, সরকারের ১৮০ দিনের কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২৬ পর্যন্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও কৃষি মন্ত্রণালয় এক হাজার ২০৪ কিলোমিটার খাল খনন/ পুনঃখনন করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুন ২০২৬ পর্যন্ত কাবিখা, কাবিটা, টিআরের মাধ্যমে ১৫০০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন/সংস্কার হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে একদিনে দুই শিশুর মৃত্যু

সিলেট হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিকেল ও রাতে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু দুইটি মারা যায়। এ নিয়ে সিলেট বিভাগে হাম উপসর্গে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচজনে। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয় থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মারা যাওয়া দুই শিশুর মধ্যে একজনের বাড়ি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলায় ও অন্যজনের বাড়ি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলায়। স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য মতে, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) পর্যন্ত বিভাগে মোট ৪৫ জনের ল্যাব পরীক্ষায় হাম শনাক্ত হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

সরকারি চাকরিতে শূন্যপদ ৪ লাখ ৬৮ হাজার : সংসদে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে ৪ লাখ ৬৮ হাজার ২২০টি শূন্য পদ রয়েছে বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আবদুল বারী। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে সরকার দলীয় এমপি সরওয়ার জামাল নিজামের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপন করা হয়। প্রতিমন্ত্রী জানান, সরকারি কর্মচারীদের হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্যমতে, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের সব মন্ত্রণালয় ও সরকারি অফিসে শূন্যপদ ৪ লাখ ৬৮ হাজার ২২০টি। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির (১ম-৯ম) গ্রেডের শূন্যপদ ৬৮ হাজার ৮৮৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম-১২তম) এক লাখ ২৯ হাজার ১৬৬টি, ১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেডে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৭৯৯, ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডে ১ লাখ ১৫ হাজার ২৩৫ এবং অন্যান্য পদে ৮ হাজার ১৩৬টি পদ শূন্য পদ রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

হাম উপসর্গে রামেক হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা ৫০ ছাড়ালো

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে আরও ১১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। হাসপাতালটিতে হাম উপসর্গে এ পর্যন্ত ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কে বিশ্বাস এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গত একদিনে হাম উপসর্গে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উপসর্গ নিয়ে নতুন ভর্তি হয়েছে ১১ জন। চিকিৎসা শেষে ২৯ জন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। বর্তমানে হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ১৪৫ জন চিকিৎসাধীন আছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, চলমান এই সংক্রমণ পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত মোট ৬১৩ জন রোগী রামেকে ভর্তি হয়েছে, যার মধ্যে ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

আওয়ামী লীগ আমলে বিচারকদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলির মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হতো

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যারা স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনার চেষ্টা করতেন, সুপ্রিম কোর্টের সহায়তায় তাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলির মাধ্যমে কার্যত শাস্তি দেওয়া হতো বলে উল্লেখ করেছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সংসদে চট্টগ্রাম-১৫ আসনের সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর টেবিলে উপস্থাপিত তারকাচিহ্নিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। লিখিত প্রশ্নে শাহজাহান চৌধুরী বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করার ক্ষেত্রে কী কী আইনি বা প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা ছিল এবং সেই সময়ে নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপের যে অভিযোগ ছিল, সে ব্যাপারে বর্তমান সরকারের মূল্যায়ন কী? জবাবে আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বা প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তবে, ফ্যাসিস্ট সরকার বিচারকদের বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্যকে মুখ্য মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে দলের প্রতি অনুগত বিচারকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করতো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

ফ্ল্যাট জালিয়াতি মামলায় টিউলিপের বিরুদ্ধে চার্জগঠন পেছালো

অবৈধভাবে ফ্ল্যাট গ্রহণের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও রাজউকের সাবেক সহকারী আইন উপদেষ্টা সরদার মোশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন বিষয়ে শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ৬ মে নির্ধারণ করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) ঢাকার বিশেষ জজ-৫ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন শুনানি শেষে নতুন এ তারিখ ধার্য করেন। এর আগে, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি আদালত টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও সরদার মোশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধে দাখিল করা অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। পরবর্তীতে ২৬ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্ত কর্মকর্তা এ কে এম মর্তুজা আলী সাগর টিউলিপকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারির আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

সরাইলের হাসপাতাল নিজেই রোগীর মতো : রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিজ সংসদীয় এলাকা সরাইলের হাসপাতাল নিজেই রোগীর মতো বলে অভিযোগ জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে সংসদে তিনি এ কথা বলেন। নিজ সংসদীয় এলাকার স্বাস্থ্যসেবার বেহাল দশা উল্লেখ করে রুমিন ফারহানা বলেন, আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার নয়টি ইউনিয়নের প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষের জন্য একটি হাসপাতাল আছে, যেটি মাত্র ৫০ শয্যা বিশিষ্ট এবং হাসপাতালটা নিজেই একটা রোগীর মতো। তিনি আরও বলেন, এখানে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক চিকিৎসক, কর্মচারী, চাহিদা মাফিক ঔষধ, আধুনিক যন্ত্রপাতি- সব কিছুর সংকট। আমাদের হাসপাতালে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। ৫ আগস্টের পর ঠিকাদার পালিয়ে গেছেন। এখন পুরাতন দোতলা ভবনে কাজ চালানো হচ্ছে। আমাদের এই হাসপাতালে ৬৪টি পদ শূন্য রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

৪ দিনের ব্যবধানে মোহাম্মদপুরে ফের খুন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আসাদুল হক ওরফে লম্বু আসাদুল (২৮) নামে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (১৫ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে মোহাম্মদপুরের সাদেক খানের ইটখোলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, গত ১২ এপ্রিল মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে এলেক্স ইমন গ্রুপের মূল হোতা ইমন ওরফে এলেক্স ইমনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

রাতে ঢাকাসহ ১৪ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির আভাস

দেশের ১৪ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আজ বৃহস্পতিবার রাতেই এ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেল ৩টা থেকে দিনগত রাত ১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদী, বন্দরসমূহের জন্য দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী এবং কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে বৃষ্টি/ বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী, বন্দরসমূহকে ২ নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী, পাবনা, টাঙ্গাইল, ঢাকা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, মাদারীপুর জেলার উপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

১৬ দেশে নতুন শ্রমবাজার খোলার উদ্যোগ

বিদেশে কর্মসংস্থানে নতুন সুযোগ তৈরি করতে উদ্যোগ নিয়েছে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অন্তত ১৬টি দেশে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলো থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলে, সেসব দেশে বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে আশা করছে মন্ত্রণালয়টি। বর্তমানে বাংলাদেশের শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর। সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট প্রবাসী কর্মীর ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশই কর্মরত মধ্যপ্রাচ্যে, যেখানে উপসাগরীয় ছয়টি দেশেই সিংহভাগ কর্মসংস্থান। এর মধ্যে সৌদি আরব একাই ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কর্মীর গন্তব্য। মোট রেমিট্যান্সেরও ৬০ শতাংশের বেশি আসে এই অঞ্চল থেকে, যা শ্রমবাজারের একমুখী নির্ভরতার চিত্র তুলে ধরে। এ অবস্থায় নতুন বাজার খোঁজার উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। মন্ত্রণালয় বলছে, নতুন দেশ থেকে সাড়া পাওয়া গেলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের শ্রমবাজারের ওপর চাপ কমবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

অন্তর্বর্তী সরকার হামের টিকা দেশে না আনায় অনেক শিশু মারা গেছে

জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, বিগত অন্তর্বর্তী সরকার এ দেশের জনগণের জন্য তেমন কিছুই করতে পারেনি। মূলত, তাদের অভিজ্ঞতার অভাব। অন্তর্বর্তী সরকারের আরও সমালোচনা করে তিনি বলেন, হামের টিকা দেশে আনেনি। যে কারণে অনেক শিশু মারা গেছে। এভাবে অদক্ষ লোকের হাতে দেশ পড়লে মানুষের অনেক ভোগান্তি হয়। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেলে ভোলার সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। স্পিকার বলেন, ”তারা (অন্তর্বর্তী সরকার) নিরপেক্ষ সরকার ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতার কারণে দেশ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেনি। তবে তারা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করেছে।„ দেশের সামরিক বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, তারা একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। জুলাই সনদ প্রসঙ্গে স্পিকার বলেন, ”সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিএনপি জুলাই সনদে সই করেছে। তারা সংসদে বলেছে, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন

করবে। বিরোধী দল ও সরকারি দলে তেমন মতবিরোধ নেই। আমার মনে হয়, বিরোধী দল ও সরকারি দল মিলে একটা সমঝোতায় উপনীত হতে পারবে, যাতে করে জুলাই সনদের মূল থিমটা বাস্তবায়ন হবে।„ তিনি বলেন, ”আগামীতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে চেষ্টা করা হবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন। দেশে যেহেতু নির্বাচিত সরকার আছে, তাদের অধিকার আছে সংবিধান সংশোধনের।„ হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ”কয়েকজন ব্যক্তিতো রাষ্ট্রের সংবিধান পরিবর্তন করতে পারেন না। সংবিধান পরিবর্তন করতে পারেন গণপ্রতিনিধিরা। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার কিছু অদ্ভুত নিয়ম করে গেছে, ব্যক্তির নির্দেশে সংবিধান পরিবর্তন হয়ে যায় অটোমেটিকলি।„
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

মদ্যপ অবস্থায় দায়িত্ব পালন, পুলিশ কর্মকর্তার শাস্তি শুধুই ̔তিরস্কার,

ফরিদপুর অঞ্চলে নৌ-পুলিশের দায়িত্ব পালনকালে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি), বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে সিআইডিতে কর্মরত সুমিত চৌধুরীকে তিরস্কারসূচক লঘুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী, ঠাকুরগাঁওয়ে কর্মরত পুলিশ সদস্যের ওপর এই শাস্তি আরোপ করে সরকার। বুধবার (১৫ এপ্রিল) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা-২ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে সই করেন সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী। সুমিত চৌধুরী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে ২০১৯ সালের ২৯ মে থেকে ২০২০ সালের ২ জুলাই পর্যন্ত ফরিদপুর নৌ-পুলিশে কর্মরত ছিলেন। ওই সময় তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

অভ্যুত্থানের সময় লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে হাইকোর্টের রুল

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সারা দেশের থানা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অফিস থেকে বিপুলসংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। রুলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিব, পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এবং র‍্যাব মহাপরিচালককে জবাব দিতে বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলাম এ আদেশ দেন। আদেশের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন রাষ্ট্রপক্ষের ও রিটকারী আইনজীবী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রতিহিংসা বা অযথা বিতর্ক নয় : প্রধানমন্ত্রী

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা বা অযথা বিতর্ক নয় বরং জাতীয় ঐক্য ও সহনশীলতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, মত ও পথের ভিন্নতা থাকতেই পারে, কিন্তু সেই ভিন্নতা যেন কখনও শত্রুতায় রূপ না নেয়। বৃহস্পতিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি ও বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও এ সময় বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে জাতীয় নেতাদের অবদান যথাযথ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা জরুরি। অন্যথায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করবে না। ঐতিহাসিক সত্য মেনে নিতে অনীহা দেখানোকে তিনি হীনম্মন্যতার পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, দেশের স্বার্থবিরোধী একটি চক্র এখনো সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। তাই জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা এবং অভ্যন্তরীণ বিভাজন এড়িয়ে চলা সময়ের দাবি। শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ”জাতীয় ঐক্য আমাদের শক্তি, বিভাজন আমাদের দুর্বলতা।„ রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তা যেন শত্রুতায় পরিণত না হয়, এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ আসাদ)

১৫ ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

দেশের ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠানকে ̔স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬, পদক তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দেশের জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের এই পদক প্রদান করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের হাতে এই পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এ বছর স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, নারী শিক্ষাসহ দেশগঠনে সার্বিক অবদানের জন্য প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। খালেদা জিয়ার পক্ষে স্বাধীনতা পুরস্কার গ্রহণ করেন নাতনি জাইমা রহমান। স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত অন্য ১৪ ব্যক্তি হলেন- মুক্তিযুদ্ধে মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল (মরণোত্তর), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জহুরুল করিম, সাহিত্যে আশরাফ সিদ্দিকী (মরণোত্তর), সংস্কৃতিতে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ̔ইত্যাদির, উপস্থাপক এ কে এম হানিফ (হানিফ সংকেত), বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী বশীর আহমেদ (মরণোত্তর), ক্রীড়ায়

দেশের টেবিল টেনিসের কিংবদন্তি জোবেরা রহমান (লিনু), সমাজসেবায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (মরণোত্তর), মো. সাইদুল হক, রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় নিহত শিক্ষক মাহেরীন চৌধুরী (মরণোত্তর), জনপ্রশাসনে কাজী ফজলুর রহমান (মরণোত্তর), গবেষণা ও প্রশিক্ষণে মোহাম্মদ আবদুল বাকী, অধ্যাপক এম এ রহিম ও অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া এবং পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং চ্যানেল আইয়ের পরিচালক আবদুল মুকিত মজুমদার। এ ছাড়া, স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত পাঁচ প্রতিষ্ঠান হলো- মুক্তিযুদ্ধে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চিকিৎসাবিদ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পল্লী উন্নয়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সমাজসেবায় এসওএস চিলড্রেনস ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ আসাদ)

এসএসসি পরীক্ষায় ফিরলো `সাইলেন্ট এক্সপেল,

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে `নীরব বহিষ্কার, বা `সাইলেন্ট এক্সপেল,-এর ব্যবস্থা ফের কার্যকর হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষা পরিচালনা-সংক্রান্ত নীতিমালা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। পাবলিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে হাতেনাতে না ধরে, পরীক্ষার হলে নিয়মের ব্যত্যয় বা অসদুপায় অবলম্বনের কারণে দায়িত্বরত পরিদর্শকের মাধ্যমে `সাইলেন্ট এক্সপেল, বা `নীরব বহিষ্কার, করা হয়। এতে পরীক্ষার্থী তাৎক্ষণিক বুঝতে পারেন না যে, তিনি বহিষ্কৃত হয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে পরীক্ষার খাতা বাতিল করা হয়। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কোনো পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন অথবা অন্য কোনো কারণে বহিষ্কার অথবা নীরব বহিষ্কার করা হলে তার সৃজনশীল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় প্রথম অংশ না ছিঁড়ে পর্যবেক্ষকের প্রতিবেদনসহ বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত গোপনীয় ফরমে সঠিকভাবে প্রস্তুত করে বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত পরীক্ষার্থীর সৃজনশীল উত্তরপত্র আলাদা প্যাকেট করে, প্যাকেটের ওপরে লাল কালি দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে রিপোর্টেড লিখে কেন্দ্রের অন্যান্য উত্তরপত্রের বাক্সে/বস্তায় আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জমা দিতে হবে। এতে আরও বলা হয়, নীরব বহিষ্কারের ক্ষেত্রে নীরব বহিষ্কারের কারণ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যবেক্ষকের প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে। নীরব বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদেরকে সংগত কারণেই পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিতে হবে। তবে, পরবর্তী বিষয়ের পরীক্ষায় সে অসদুপায় অবলম্বন না করলেও, তার পরবর্তী সকল বিষয়ের সৃজনশীল উত্তরপত্র ও নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র প্রত্যেক বিষয় ও পত্রের সাথে নীরব বহিষ্কারের বিষয়, পত্র ও কারণ উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদনসহ আলাদা প্যাকেটে কেন্দ্রের উত্তরপত্রের বাক্সে পৃথকভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জমা দিতে হবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ আসাদ)

রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারে পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার : আইনমন্ত্রী

কার্যক্রম নিষিদ্ধ বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহারে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ সচেতন এবং এ লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে মাগুরা-১ আসনের সরকারি দলের সদস্য মো. মনোয়ার হোসেনের টেবিলে উত্থাপিত এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। আইনমন্ত্রী জানান, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দায়ের করা রাজনৈতিকভাবে হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহারে বর্তমান সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এর আগে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এ ধরনের মামলা প্রত্যাহারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল। ওই কমিটির নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো হত্যা মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। তিনি জানান, চলতি বছরের ৫ মার্চ হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশের জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সমন্বয়ে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ৮ মার্চ আইনমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের `কেন্দ্রীয় কমিটি, গঠন করেছে বর্তমান সরকার। কেন্দ্রীয় কমিটি জেলা কমিটিগুলো থেকে পাওয়া সুপারিশ যাচাই-বাছাই করে মামলা প্রত্যাহারের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার মতো উন্নত দেশেও হাম প্রাদুর্ভাব হিসেবে দেখা দিয়েছে

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সন্দেহজনক হাম রোগে বুধবার পর্যন্ত গত এক মাসে ১৬৬টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং এ সময়ে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১৯ হাজারের বেশি। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, হাম পরিস্থিতি বাংলাদেশে এখন অনেকটা প্রাদুর্ভাবের রূপ ধারণ করেছে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় আইসোলেশন ওয়ার্ড ও আইসিইউ সুবিধা প্রস্তুত করার কথা জানিয়েছে সরকার। যদিও দেখা যাচ্ছে, হাম শুধু বাংলাদেশেই না, বরং যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার মতো উন্নত দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যেই সতর্ক করে বলেছে, টিকাদানের হার কমে যাওয়ায় বিশ্বের কিছু অঞ্চলে আবার হাম রোগের পুনরুত্থান দেখা যাচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে টিকার ঘাটতির কারণে হাম প্রাদুর্ভাব পরিস্থিতি তৈরি হলেও, উন্নত বিশ্ব কিংবা বিশ্বজুড়ে নানা দেশে হামে আক্রান্ত হওয়ার পরিমাণ

বাড়ছে কেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোভিড মহামারির সময়ে সারা বিশ্বেই শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির ব্যাঘাতের পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে টিকাবিরোধী প্রচারণাও বেড়েছে, যা হাম সংক্রমণ ফিরে আসার পথ তৈরি করেছে। বাংলাদেশেও হাম ফিরে আসার জন্য ঠিকমতো টিকা দিতে না পারাকেই দায়ী করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল। তিনি বলেছেন, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে হাম-রুবেলার বিশেষ টিকাদান কর্মসূচির পর আবার চার বছর পরপর একই কর্মসূচি হওয়ার কথা থাকলেও, তা হয়নি। ফলে বহু শিশু পরবর্তীতে টিকার বাইরে থেকে গেছে এবং টিকা সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে বর্তমান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় গত ৫ এপ্রিল থেকে হামের বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে, যেখানে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ আসাদ)

বিসিএস ক্যাডার নিয়োগ দলীয়করণের অভিযোগে তদন্ত চলছে : সংসদে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বিসিএস ক্যাডার নিয়োগে দুর্নীতি ও দলীয়করণের অভিযোগের বিষয়ে দুদকসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অনুসন্ধান ও তদন্ত করছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারী। তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ পাওয়ার পর আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ১৫তম দিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ কথা বলেন। এসময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার। পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য মো. শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান, আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১৬ বছরে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১২ জন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে, ৩৯ জন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং ৫৬৪ জন কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ”ওই সময়ে বিসিএস ক্যাডার নিয়োগে দুর্নীতি ও দলীয়করণের অভিযোগগুলো তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষে প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।„ (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশকে ২ কোটি ১৯ লাখ হাম-রুবেলার টিকা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশের শিশুদের জন্য ২ কোটি ১৯ লাখের বেশি হাম-রুবেলার জরুরি টিকা সরবরাহ করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে। মার্কিন দূতাবাস জানায়, ইউনিসেফের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জরুরি হাম-রুবেলা টিকাদান কর্মসূচিতে সহায়তা করছে যুক্তরাষ্ট্র। এই কর্মসূচির আওতায় ২ কোটি ১৯ লাখের বেশি টিকা প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে পাঁচ বছরের কম বয়সি প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ শিশু সুরক্ষার আওতায় আসবে। এ উদ্যোগটি ট্রাম্প প্রশাসনের `আমেরিকা ফার্স্ট গ্লোবাল হেলথ স্ট্র্যাটেজির, অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। বিদেশে রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ করা হলে তা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ উভয় দেশকেই নিরাপদ রাখে। পাশাপাশি, বৈশ্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে এবং সংক্রামক রোগ থেকে জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ আসাদ)

হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৮ জনের মৃত্যু

হামে আক্রান্ত ও হামের উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৮ জন মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আটজনের মধ্যে দুইজন হাম আক্রান্ত হয়েই মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বাকি ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গ নিয়ে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, হাম ও হাম সন্দেহে আটজনের মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায়। এ ছাড়া, ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত হামে ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ১৭২ জন। ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে ৩ হাজার ৬৫ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজার ৩৫২ জন। এ পর্যন্ত হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৩ হাজার ১২৯ জন এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ১০ হাজার ৪৯৬ জন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ আসাদ)

রিজার্ভ ছাড়ালো ৩৫ বিলিয়ন ডলার

প্রবাসী আয়ের ধারাবাহিক শক্তিশালী প্রবাহে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আবারও উল্লেখযোগ্য অবস্থানে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বিপিএম-৬ হিসাব পদ্ধতিতে রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৫.০৩ বিলিয়ন ডলারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বৈদেশিক মুদ্রার এই উন্নত অবস্থান মূলত রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলার সরবরাহ স্থিতিশীল থাকার ফল। চলতি এপ্রিল মাসেও রেমিট্যান্স প্রবাহে ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসী আয় এসেছে ১,৭৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে ১৫ এপ্রিল একদিনেই এসেছে ১৮১ মিলিয়ন ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে।

২০২৫ সালের ১-১৫ এপ্রিল সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১,৪৭২ মিলিয়ন ডলার। সে হিসেবে চলতি বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে প্রায় ২১ দশমিক ৫ শতাংশ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৪.২০২৬ আসাদ)

BBC

HOME OFFICE INVESTIGATING AFTER BBC FINDS MIGRANTS MAKING FALSE CLAIMS TO STAY IN UK

The government is investigating after BBC reports revealed some migrants are being advised to make false claims they are gay or a victim of domestic abuse in order to stay in the country. No 10 said there were "robust safeguards" to make sure claims are "rigorously and fairly assessed". The prime minister's spokesman said the Home Office and the regulator, the Immigration Advice Authority, were working to ensure "anyone potentially abusing our immigration system is held accountable". Opposition parties have called for a complete overhaul of the asylum system to prevent false claims. The Home Office was already looking into a growing trend of fake claims from people pretending to be gay, as well as concerns that rules designed to protect victims of domestic violence are being exploited. It is now investigating the individuals and organisations highlighted by the BBC's reporting. A BBC investigation has uncovered how migrants whose visas are due to run out are being given fake cover stories and instructed in how to obtain fabricated evidence, including supporting letters, photographs and medical reports. In some cases, law firms and advisers are charging thousands of pounds to advise migrants how they can claim to be gay and in fear for their lives if they return to Pakistan or Bangladesh, in order to apply for asylum. The BBC has also discovered how some migrants are exploiting rules brought in by ministers to help genuine victims of domestic abuse to secure permanent residence more quickly than through other routes, such as asylum.

In some cases, migrants have duped British partners into relationships and marriage before making fake domestic abuse claims after moving to the UK. The number of people claiming fast-track residency on the basis of domestic abuse has now reached more than 5,500 a year - a number which has risen by more than 50% in just three years. The prime minister's spokesman told reporters: "Both the Home Office and Immigration Advice Authority are investigating the claims made by the BBC, both yesterday and today, to ensure anyone potentially abusing our immigration system is held accountable. "Any attempt to misuse protections designed to protect genuine victims from the devastation of domestic abuse is shameful and completely unacceptable. "The home secretary has been clear that those trying to defraud the British people to remain in the UK will have their application refused and find themselves on a one way flight out of Britain. "Where unethical and illegal practices are identified and evidence exists, legal practitioners will be referred to the police through the relevant regulatory body." No timeframe was given for the investigation.

Asked whether the PM was confident claims were being scrutinised closely enough, the spokesman added: "The asylum system is built on robust safeguards, so every claim is rigorously and fairly assessed, abuse is actively uncovered, and these procedures are continually reviewed to shut down misuse." Immigration Services Commissioner Gaon Hart, who oversees the regulation of immigration advisers, said there was "abhorrent abuse of the system" and a minority of advisers were damaging the reputation of the sector. "Wherever there is potential for greed, there is and will be abuse and we will be addressing it," he told BBC Radio 4's Today programme. He said there had been a significant number of enforcement actions last year after complaints had been raised against people giving unregulated advice or manipulating the system. He added that the Home Office had referred cases to the authority following suspicions and was increasing funding to ramp up investigations and prosecutions.

However, Hart called for "greater clarity and simplicity in the system" and appealed for more people to come forward and report any suspicions of malpractice. Since winning power last in 2024, Labour has made cracking down on illegal immigration and making the asylum system fairer a key priority. However, it faces a challenge of balancing the need to close loopholes while still protecting the vulnerable. Conservative shadow home secretary Chris Philp said the asylum system "must be totally overhauled" so only those facing real personal persecution are granted asylum. Liberal Democrat immigration and asylum spokesman Will Forster said the BBC's findings were "abhorrent", adding: "We need an asylum system that

is fair, controlled and efficient. Not the shambles the Conservatives left us with." Reform UK said that if the party wins power it would make facilitating a false asylum claim a "strict liability" criminal offence, meaning there would be no requirement to prove intent in prosecutions, which would be punishable by up to two years in jail. However, the Green Party said the BBC's reporting "gives an entirely false impression of a system which is, in reality, stacked against people seeking asylum" and heightened "the hostile environment" facing this group. (BBC Web page : 16.04.2026 Ali Ahmed)

JAPAN PLEDGES $10BN TO HELP ASIAN COUNTRIES DEAL WITH OIL CRISIS

Japan has pledged to provide $10bn (£7.4bn) to help its Asian neighbours, especially those in South East Asia, secure energy including crude oil as the region reels from disruptions caused by the Iran war. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi announced the new cooperation framework on Wednesday after meeting other Asian leaders online. Japan relies on South East Asia for petroleum-derived products, most notably medical equipment - something that Takaichi stressed at a news briefing on Wednesday. "Japan is closely interconnected with each Asian country through supply chains and mutually dependent with them," she said. Japan's co-operation framework aims to help Asian countries procure crude oil and petroleum products, as well as maintain supply chains and expand stockpiles. Asia is especially vulnerable to energy supply disruptions stemming from blockades of the Strait of Hormuz, as nearly 90% of the oil and gas passing through the key waterway is bound for the region. Japan's foreign ministry said the $10bn in financial aid was roughly equivalent to a year's worth of crude oil imports by countries in the Association of South-east Asian Nations (Asean). (BBC Web page : 16.04.2026 Ali Ahmed)

TRUMP THREATENS TO FIRE FED CHAIR POWELL IF HE DOESN'T LEAVE IN MAY

US President Donald Trump has threatened to fire Federal Reserve Chair Jerome Powell if he does not step aside at the end of his term in May. The two have been embroiled in a bitter spat over Powell's reluctance to cut the central bank's interest rate, despite Trump's repeated calls. Powell's term expires on 15 May, but he is planning to remain in post until his successor, Kevin Warsh, is confirmed by the Senate. "Then I'll have to fire him," Trump told Fox Business, when asked about Powell's plans to stay on in the job. "I've held back firing him. I've wanted to fire him, but I hate to be controversial," Trump said. Thom Tillis, an influential Republican senator on the committee which oversees nominations for the Federal Reserve chair, has threatened to block Warsh's confirmation. If Warsh is not confirmed before Powell's term expires, he plans to stay on temporarily in the post.
(BBC Web page : 16.04.2026 Ali Ahmed)

:: THE END ::